সন্ন্যাসিনী।

বা

মীরাবাই।

(ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য।)

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

প্রণীত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১লা কার্ত্তিক ; ১২৯৯।

কলিকাতা,

৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, "সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে"

শ্রীসিদ্ধেশ্বর পান দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

শ্রীমতী উমাসুন্দরী দাসী,

মাতামহী ঠাকুরাণীর

শ্রীচরণ কমলে,

এই গ্রন্থ;

ভক্তিভরে,

অর্পিত হইল।

পুরুষগণ।

কুম্ভসিংহ	... ...	চিতোরের রাণা।
উদয় সিংহ	... ...	রাণার পুত্র।
মাধবাচার্য্য	... ...	রাণার বয়স্য।
শক্ত সিংহ	... ...	চিতোরের সেনাপতি।
মন্ত্রী	... ...	চিতোরের মন্ত্রী।
রত্নসিংহ	... ...	রাঠোরবংশীয় সম্ভ্রান্ত যু
রহিম খাঁ	... ...	যবন সেনাপতি।
মহম্মদ খিলীজী	... ...	মালবের রাজা।

রাজদূত ও যবন সেনাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

রাজমাতা		
মীরাবাই	... ...	রাণাকুম্ভের স্ত্রী।
শ্রুতি	... ...	ঝালরের রাজদুহিতা ; রাণার দ্বিতীয় স্ত্রী।
মোহিয়া	... ...	ভীল বালিকা।

বেগমগণ, পুরমহিলাগণ ইত্যাদি।

সন্ন্যাসিনী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(চিতোর ;—অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে মীরা।)

মীরা। আহা কি সুন্দর আজি শোভিত ধরণী !
আলেখ্যে চিত্রিত যেন দূর শৈল গুলি !
সব যেন স্বপ্নমাখা ; পথ, ঘাট, সরোবর,
মন্দির, কানন। দু' একটি বিরল তারকা,
তটিনীর বক্ষে যেন দীপ্ত দীপভাতি !
নীলাকাশ প্লাবিত জোছনা !
আলোকসাগরে ভেসে যায় পূর্ণচন্দ্র
কনক-তরণী, কেড়ে নিয়ে জগতের
প্রাণগুলি স্বীয় বক্ষ মাঝে ; যেন, কোনও
সুখময় তীরে দিবে উতারিয়ে। গেয়ে ওঠে
বসন্তের পাখী, নাবিকের গীত সম ;—

মিলাইয়ে যায় তান অনন্ত প্রান্তরে !
জেগে ওঠে শত সুপ্তভাব অহল্যা-পাষাণী মত
ও স্বর পরশে। আসে গান প্রাণ উথলিয়া।
আজি দোল পূর্ণিমার রাত্রি ! মনে পড়ে
সে সুখ-উচ্ছ্বাস, পিতৃগৃহে মুক্ত স্বাধীনতা।
অন্তরে বাহিরে হায় সুখ শৈশবের।
সেই শ্যামসুন্দরের দোল পুষ্পিত কদম্বমূলে,
অকাল-প্রস্ফুট-ফুল দেবতার তরে,
যেন বিটপের পুলক রোমাঞ্চরাশি শিহরিত ফুলে ;—
ফুলাসনে কমলসম্ভবা, তনু-আধা
রাধা-কমলিনী, সেই আবিরেতে লালে লাল,
অরুণ-অম্বরা, আরক্তিম অনুরাগে
শ্যামলা ধরণী, সম তপোবনভূমি
পলাশ-পতনে ! হায় কোথা গেল,—
কেন গেল সে সুখের দিন !
কি পেয়েছি পরিবর্তে তার ?
বাণবিদ্ধ রক্তাপ্লুত হৃৎপিণ্ডরাশি !
হায়, আজি দোলপূর্ণিমার রাত্রি !
মহারাজ দেছেন আদেশ ;—তাঁহার
অপেক্ষা করি থাকিতে উদ্যানে।

কা িবেন সুখনিশি আনন্দ-উৎসবে।
সখীরা সাজায় কুঞ্জ কুসুমে, পল্লবে,
দেবতার প্রিয়ফুলে বি াসীর শয্যা,
লতা স দিয়ে রচে বন্দীর কুটীর;
মুক্ত প্রাণ ধায় যেতে ঐ নীলাকাশে,
বিহঙ্গের মত উড়ে কাহার উদ্দেশে?
ভাল ত লাগে না এই বদ্ধ-গৃহ-সুখ,
এই নিশাজাগরণ, পথ চেয়ে থাকা।
জানি নাথ, প্রাণাধিক, ভালবাস মোরে।
হায়! মীরার পরাণ চায় সে গোপীনাথেরে।
কবে তব মুগ্ধ হবে আঁখি সে শ্যামসুন্দরে,
মিশে যাব দুটি স্রোত সে প্রেমসাগরে!
(উদ্বিগ্ন ভাবে) কই এখন ত প্রাণেশের নাহি দরশন,
কেন আজ বিলম্ব এমন?
তবে নাহি কি হৃদয়ে তাঁর সে স্বচ্ছ মুকুর,
যাহে প্রণয়ীর প্রতি চিন্তা, প্রত্যেক বাসনা—
প্রণয়ী হৃদয়ে স্বীয় করে দরশন?
হৃদয়ের এই আকুলতা, নাহি কি তীক্ষ্ণতা ঐর হেন,
সুজটিল রাজ্যচিন্তা ভেদ করি, পশে
গিয়া হৃদয়ে তাঁহার; নিয়ে আসে তারে,

মন্ত্রমুগ্ধ-সম, এই স্নিগ্ধ উপবনে!
জয়দেবসরস্বতীকৃত গীতগোবিন্দের টীকা
রচিত নাথের, শুনিতে কেমন লাগে
প্রাণেশের মুখে; বসে আছি পথ চেয়ে
সেই আশা সুখে। ছি ছি পুরুষ নিষ্ঠুর!
অথবা পুরুষের প্রেম শত কার্য্য-
চিন্তা-মেঘে ঢাকা। সে কি পারে রমণীর
ইচ্ছামত ফুটিয়া উঠিতে? মোরা নারী,
কর্ম্মহীন প'ড়ে আছি বিপুল বিশ্বেতে,
পুরুষের হৃদাকাশতলে ক্ষুদ্র ধূলি-জাল-সম।
কাহার আদেশে ফুটে উঠি সেই মুখ চাহি,
ঝ'রে পড়ি সে মুখ দেখিয়া!

গীত।

সরফর্দা।

মানব-জনম ল'য়ে হায় মন! কি করিলে?
কেন আসা ভূমণ্ডলে, বারেক তা' না ভাবিলে।
প্রেমের অমৃত নদী,
এ হৃদয় পেলে যদি,
আজি (ও) কোন্ তৃষাতুরে কণামাত্র বিতরিলে?

দেখিতে পেয়েছ আঁখি,
কিন্তু কোথা দেখাদেখি—
আপনারে দেখেই ত আপনে রয়েছ ভুলে।
আমা সম কত নারী,
কন্যা এক ঈশ্বরেরি,
দাহন হ'তেছে সদা প্রজ্জ্বলিত ক্ষুধানলে।
কভু তাহা দেখিবারে,
ভুলেছ কি আপনারে—
দেখেও কি নিরালায় ভাসিয়াছ অশ্রুজলে?

(সখীদের প্রবেশ।)

১ম সখী। সখি! মধুর যামিনী, বকুল কামিনী,
কুসুমিত উপবনে।
করেতে কপোল, নয়ন কমল
ছল ছল কি কারণে?
২য় সখী। তিলেক বিরহ এত কি অসহ?
এত কি বিঁধিল হিয়া?
বিরাগসঙ্গীত এসে উপনীত,
ডেকে কি আনিব পিয়া?
৩য় সখী। না লো! কবিদের অদ্ভুত সকলি,
সুখে দুঃখ গঠি ভাসে;

বসন্ত সমীর, পূর্ণিমা যামিনী,
ছেয়ে ফেলে শ্বাসে শ্বাসে।

মীরা। কি বুঝিবি তোরা সখি চপলা বালিকা!

সকলে। তবে যাই মোরা, ফুল তুলে গাঁথিগে মালিকা!

(দূরে পুষ্প চয়ন করিতে করিতে গীত।)

আহা কি ফুটেছে সখি যূঁই গাছে গাছে রে!
গুঞ্জরি ভ্রমর দেখ ফিরে কাছে কাছে রে!
এ ফুলে ও ফুলে বায়ু ঢলি ঢলি পড়িছে,
কুসুম সুবাসে তনু সুবাসিত করিছে,
পুলকেতে তর তর, বহিতেছে সর্ সর্,
অঞ্চলে অলকে হের লুকাচুরি খেলে রে!
শিরোপরে হের শশী হেসে ঢর ঢর রে!

(রাজার প্রবেশ ও অন্যমনস্কভাবে উপবেশন।)

মীরা। দেখ নাথ, সখীরা আমার
ছড়াইয়া সুমধুর সুস্বর লহরী,
হারায়েছে নিকুঞ্জ কোকিলে।
কৈ তব গীতগোবিন্দের টীকা? মধুপ্রস্রবণ
ঢাল প্রাণে প্রাণেশ্বর, এ মধু যামিনী।

রাজা। সত্য বটে, কিন্তু প্রিয়ে স্বভাবের মধুর বিভব
আজি কিছু লাগিছে না ভাল। সাধে বাদ

সাধে যদি ভাগ্য, কি করিবে প্রাণগত আশা ?

মীরা। কেন নাথ রোষ-দীপ্ত মধুর আনন,
কুটিল ভ্রূকুটি শান্ত বিমল ললাটে,
পাবে না কি শুনিবারে মহিষী তোমার ?

রাজা। শুন তবে প্রিয়ে !
দেখি কুম্ভ মেরু উচ্চ চূড়া, ঈর্ষ্যা-দগ্ধ হৃদে,—
মালবের রাজা আর গুর্জ্জর ভূপতি,
দোঁহে মিলে করিয়া মন্ত্রণা,
আসিয়াছে করিবারে চিতোরাক্রমণ।
ফিরিতেছে দোঁহে তস্করের মত, গুপ্ত
ছিদ্র অন্বেষিয়া। শান্তিপূর্ণ রাজত্বে আমার
বহুদিন জ্বলে নাই সমর-অনল।
ক্ষুধিত, তৃষিত, অসি ; ইচ্ছা হয়, এই দণ্ডে
গিয়ে, দিই ঘুচাইয়া তার আহব-পিপাসা।
আসিলাম একবার দেখিতে তোমারে।
হয় ত বা এতক্ষণ এসেছেন মন্ত্রী,
রয়েছেন অপেক্ষায় মোর ; যাই তবে প্রিয়ে ?

মীরা। কেন নাথ ! আকাশের উদার হৃদয়ে
গুপ্ত ভীমবজ্র নিষ্ঠুরতা, রাজসিংহাসন-
তলে গুপ্ত রক্তনদী বহিবে কি চিরদিন

একই নিয়মে ; রক্তপাত, কাটাকাটি, যুদ্ধ ছাড়া
আর নাহি কি শাসন অন্য বুদ্ধির মন্দিরে?
যুদ্ধে মৃত সেনানীর আবাস হইতে,
হৃদয়বিদীর্ণকারী রোদনের ধ্বনি
পারি না যে শুনিবারে প্রদোষে প্রভাতে!
আহা! তাদের অনাথ শিশু মলিন আননে
দাঁড়ায় আসিয়া যবে রাজদ্বারে দেখা করিবারে,
দীননেত্রে থাকে চেয়ে মুখের পানেতে ;
সে দৃষ্টি দেখিলে নাথ! ভেঙ্গে যায় বুক।
ইচ্ছা হয় চুমি মুখ ; নিই কোলে তুলে
মহিষীর ক্ষুদ্র মান উপেক্ষা করিয়ে।
শত আঁখি চেয়ে রয় তীব্র দৃষ্টিপাতে।
হায়! একটি মধুর দিবা, প্রশান্ত যামিনী
মহার্ঘ্য রাণীর ভাগ্যে? ধিক্ রাজ্যসুখে!
কূটচিন্তা, সদাশঙ্কা, গোপন মন্ত্রণা,
এরই পরে প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণ সিংহাসন?
এই যদি সুখ ভবে, দুঃখ কি যে তবে?
ভিন্ন রুচি মানবের পারি না বুঝিতে।

রাজা। তুমি নারী সুকোমল হিয়া, কি বুঝিবে
রণরঙ্গে কি সুখ মাতিতে?

মীরা। কাজ নেই বুঝে।
করহ শপথ প্রভু, হাত দিয়ে রমণীর শিরে,
যত পার দিবে ছেড়ে বিনা রক্তপাতে ?

রাজা। অন্যায় এ মহিষী তোমার, সমর
অঙ্গন হ'তে আসিব কি ফিরে,—
ভীরু কাপুরুষ মত ভয়ে পলাইয়া ?

মীরা। রাখিবে না অনুরোধ ?

রাজা। ক্ষমা কর প্রিয়ে।

(প্রস্থান।)

মীরা। (স্বগত)
হায় ! পুরুষে ত বুঝেনাক রমণীহৃদয়,
তা' হ'লে কি যেতে পারে অনুরোধ ঠেলে ?
অতনুর অন্ধ বলে আছে পরিবাদ ;
প্রেম অন্ধ ! হৃদি, মূর্খ, এও কি সম্ভব ?
আমি দেখিয়াছি বেশ ক'রে ক'রে অনুভব,
যতক্ষণ করি আমি ইষ্ট উপাসনা
ততক্ষণই থাকি ভাল ; কি এক বিমল
সুখে মগ্ন হয় মন। সে প্রেম এ প্রেম হ'তে
পূর্ণশান্তিময় ; ভেঙ্গে গেলে সেই
ধ্যান কি যে আকুলতা, নিরন্তর

পেতে কারে করে হাহাকার!
সে প্রেম, এ প্রেম হ'তে কত শান্তিময়!
নাহি ক্ষোভ, নাহি শোক, বিরহবেদনা,
প্রশান্ত মধুর জ্যোৎস্না-রজনীর মত,
খালি সুখ, খালি শান্তি, কেবলি আনন্দ;
আর, জেনে শুনে ভ্রমতলে কেন থাকি প'ড়ে,
সাধ করে পরা যেন সুবর্ণশৃঙ্খল!
যাই সেই নিরজন উপাসনাগৃহে,
দেখি যদি পাই তাহা, যাহা চাহে প্রাণ।

(প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মালবরাজের শিবিরপার্শ্বস্থ কানন।

কয়েক জন যবন সেনানী।

১ম। আঃ--ক'দিনের দিন রাত যুদ্ধে,
একেবারে ভেঙ্গে যেন পড়েছে শরীর।
দেহখানা যেন, ভারী পাথরের বোঝা।

২য়। বলিছ কাহারে ? আছে শুধু প্রাণ মাত্র।
এর চেয়ে মৃত্যু হ'লে বাঁচি ঘুমাইয়ে।

৩য়। কালকে ত গিয়াছিনু মরিয়া তৃষ্ণায়।
বল্‌তে কি, নেই কেউ এখানেতে, আমাদের—
—নেড়ের জাতেতে, নাহি কিন্তু দয়া মায়া।

২য়। ওতে হিন্দু ভাল।

৩য়। ভাব দেখি কালকের যুদ্ধে, শত্রু
চিতোরের রাজা, কি কাজ করেচে।

১ম। তাই ত ! আপনার ভাণ্ডার হইতে,
জল যদি না দিত পাঠায়ে,
হয়েছিল যুদ্ধ করা।

৩য়। তা' নয় ? গলা ফেটে, সেই তপ্ত বালি
মাঠের উপরে, হয়ে যেত সকলেরই ও-কর্ম্ম নিকেশ।
সেলাম, সেলাম, একশ' সেলাম তারে।
একি পারে আমাদের নেড়ের জাতেতে।

২য়। চুপ কর, কে আসচে।
শুন্‌তে পেলে একেবারে দেবে জাহান্নবে।

(যবন সেনাপতির প্রবেশ।)

সেনাপতি। কি করচিস্ তোরা ? ঘুমাচ্ছিস্ না কি ?
আহা ঘুমো, ঘুমো। ক' দিন খেটে খেটে

একেবারে গিয়েচিস্ মারা। দিয়ে
যাই সুসংবাদ ; আজ আর হবেনাক
যুদ্ধে যেতে, বলিস্ সবারে।

৩য়। হবেনাক ? কেন আমরা ত রয়েছি প্রস্তুত।

সেনাপতি। হাঁ, তাতে তোরা পটু খুব, দেখে বোঝা গেছে।

২য়। কালকে হবে ত ?

১ম। কাল আছে কালকের কথা।

সেনাপতি। হয় ত বা একেবারে যাবে থেমে
চিরদিন তরে।

৩য়। এমনটা হল কেন ? বলেন না অনুগ্রহ ক'রে।

সেনাপতি। প্রভু বড় হয়েছেন খুসী
কালকের যুদ্ধে, সেই জলদান দেখে।

২য়। আমি ত বোলেচি।

সেনাপতি। বলেছেন, চিতোররাজের কাছে
আপনি যাবেন তিনি, করিবেন সন্ধিভিক্ষা।

২য়। বাঁচা গেল শুনে।

সকলে। চল, চল বলি গিয়ে সবে।

(প্রস্থান।)

সেনাপতি। যাই আমি দেখি কি হর্তেছে।

(প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

মালব ও মিবারের মধ্যস্থ রণক্ষেত্র।

শিবির।

(রাণা কুম্ভ, মন্ত্রী, শক্তসিংহ ও মাধবাচার্য্য আসীন।)

মহম্মদ খিলিজীর প্রবেশ।

শক্ত। একি এখনি পাইবে এর শাস্তি সমুচিত।

(অসি নিষ্কাশন)

রাণা। থাম সেনাপতি, সকল সময়ে
অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি ভাষা নয় বিদ্রোহ-কাব্যের।
(রাজার প্রতি চাহিয়া)
কি বলেন মহারাজ! দেখিতেছি একক আপনি।

মহম্মদ খিলিজী। মহারাজ, বিদ্রোহের চির-সন্ধি এই সন্ধিস্থানে
চিরদিন তরে হয়, ইহাই প্রার্থনা ;
আর, ম্লেচ্ছ ব'লে ভ্রাতৃস্নেহে না হই বঞ্চিত :
(যবন সেনাপতির প্রবেশ।)
কিবা আমি পরাজিত ; কর বন্দী, যদি ইচ্ছা মনে।

শক্ত। বন্দী ত সুখের কথা অলস লোকের।
পিঞ্জরে বসিয়া শুক খায় আর্দ্র ছোলা,
কুটুর কাটুর ; কারাগার ভীরুতার
সুখসিংহাসন। নাহি শত্রু, নাহি যুদ্ধ,
নাহি রাজ্যের ভাবনা ; স্বপ্নহীন গাঢ়-
নিদ্রা, সুখের আবাস।

যবন সেনাপতি। চপলতা বালকের ধর্ম্ম।

মন্ত্রী। প্রাচীনের নীতি ;—রোগ আর রিপু
ক্ষমার্হ কখন নয়। সমূলে উচ্ছেদ।
তরুকোটরস্থ বহ্নি বাসা নিয়ে হৃদে,
ছার খার করে শেষে সমস্ত কাননে।

যবন সেনাপতি। শুভ্র কেশ, শুভ্র ভুরু, শুভ্র গুম্ফরাজি ;
কালিমা পারেনি একেবারে ছেড়ে যেতে,
বদ্ধ মায়াপাশে ; তাই বার্দ্ধক্যতাড়নে
লুকায়েছে পরাণের ক্ষুদ্র কূপতলে।
হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ললাটে।

মাধব। আমি বুঝি সোজাসুজি ; বন্ধুতাই ভাল।
মারামারি, কাটাকাটি, কান ঝালাপালা—
মিটে না অসির কভু শোণিতপিপাসা,
মিষ্টান্নলোলুপ, অনন্ত ক্ষুধিত

পেটুক ব্রাহ্মণ সম। যত দেবে তত খাবে ;
"না" কভু কবে না।

রাণা। অবশ্য করিব বন্দী ; হাতে পেয়ে শত্রু,
কে কবে দিয়েছে ছেড়ে। কোন্ শাস্ত্রে আছে ?

যবন সেনাপতি। একি উদার ক্ষত্রিয়নীতি ?
ধিক্, শত ধিক্ !

রাণা। বন্দী তুমি মোর ; আজি হ'তে বদ্ধ
এই হৃদয়-আগারে।

(উঠিয়া আলিঙ্গন।)

ভাই ! দ্বেষ, হিংসা, পিশাচীর কালরঙ্গভূমে
করাল কৃপাণ-ক্ষেত্রে, শোণিতের হ্রদে ;
অসম্ভব-প্রস্ফুটিত প্রণয়-কমল
না চাহিতে দিলে করে, ধন্য উদারতা !
আশার অতীত ধন্য মানি আপনায়
তব সম বন্ধু লাভে। মানবের এই ত
মহত্ত্ব। মহামূল্য অলঙ্কার বীরের,
বিনয়। যুদ্ধে জয় পরাজয় ; সে ত ছেলেখেলা।

যবন সেনাপতি। ধন্য মহারাজ ! শত্রুরে করিতে প্রেম
ক্ষত্রবীর ছাড়া, কেহ পারে নাই।
পারিবে না বুঝি বা জগতে।

মহম্মদ খিলিজী। বন্ধুত্বের নিদর্শন, জিতের ভূষণ
স্বরূপ, রাখুন এ স্মৃতি-চিহ্ন
আপনার পাশে।

(মস্তক হইতে মুকুট উন্মোচন করিয়া প্রদান)

শক্ত। কৃতজ্ঞতা চিহ্ন মহত্বের।

মাধব। বাঁচিলাম নিশ্বাস ফেলিয়া।
দু' পক্ষে না হয় যদি এক পক্ষে হবে।
মহারাজ, মিলনের সুখ—সিদ্ধি নয়
শুষ্ক মুখে ; আজ্ঞা হোক ভোজনের
বিশেষ উদ্যোগে।

রাণা। তাই হোক, যাওয়া যাক্ কানন-ভোজনে।
সেনাপতি, চল তুমি। সকলেই চল।

সকলে। যে আদেশ মহারাজ।

(যবন রাজা ও সেনাপতির প্রস্থান।)

মন্ত্রী। একেবারে এত দূর ভাল কভু নয়।
শত্রুরে বিশ্বাস করা ! বিশেষ যবনে !

রাণা। সমস্ত জগৎখানা তত বক্র নয়,
তুমি যত ভাব মন্ত্রিবর !

(প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

(রাজ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান ; যোগিনী বেশে মীরা।)

রাজার প্রবেশ।

রাজা। একি ! একি রাণী ! কেন এ যোগিনী বেশ ?
কোথা রত্ন-অলঙ্কার ? ছি ছি প্রিয়ে,
ফেল খুলে ফেল ত্বরা। দেখনি কি
পূর্ণশশী শোভে নীলাম্বরে ;
তুষারে ঢাকিলে তার রহে কি সে-শোভা ?

মীরা। নাথ ! কি হইবে বৃথা বোঝা ব'য়ে ?
শোভার কি প্রয়োজন ?
রমণীর অলঙ্কার পতি।

রাজা। বুঝিয়াছি প্রিয়ে, অলঙ্কার-বোঝা আমি ;
তাই সন্ন্যাসিনী তুমি ফেলে দেছ খুলে
বৃথা বোঝা, ঐ তব সুকোমল কণ্ঠদেশ হ'তে।

মীরা। সে কি নাথ !

রাজা। হায় ! কখন না দেখিলাম
চাহিছ আমারে, বসে আছ মোর পথ চেয়ে,
কহিছ আমার কথা সঙ্গিনীর সনে ;

দেখিনি ত কভু, তুষিবারে অভাগার
তৃষিত নয়ন, সাজিতেছ পুষ্পময়ী ফুল-আভরণে।

মীরা। ফুলে সজ্জা আপনার ?

রাজা। বাহিরে,
নিয়মের প্রাণহীন কর্ত্তব্য সাধিয়া,
কাটাকাটি রক্তস্রোত তর্জ্জন গর্জ্জনে
অসাড় নিষ্পন্দ হৃদি সজীব করিতে
আসি গৃহে। খুঁজি চারিদিকে ; জিজ্ঞাসি
সবারে,—কোথা রাণী ? কোথা মীরা ?
সেই এক কথা, "পূজাগৃহে" "অর্চ্চনামন্দিরে।"
কত বার এসে এসে দেখে ফিরে যাই—
আছ মগ্ন গভীর ধেয়ানে। মুদিত নয়ন
ছু'টি হ'তে ঝ'রে পড়ে জলধারা ;
যেন, গিরিবালা নিরজনে তপে মগ্না
শিখরী-শিখরে।
এত পূজা ? কার পূজা ?
নবীন যৌবনে কেন এত বিরাগিণী ?
হায় ! ম্লান রূপরাশি, উপবাস, অনাহার
রাত্রিজাগরণে। প্রেম কি এমনি
তুচ্ছ, ঘৃণ্য, অপদার্থ নশ্বর সংসারে ?

মীরা।　নাথ, তুমি জ্ঞানী, তুমি গুরু, তুমি
স্বামী মোর। শিখাও আমারে প্রেম।
দেহ উপদেশ। কি জানি প্রেমের আমি
ক্ষুদ্রবুদ্ধি নারী? কোথা সেই প্রেম নাথ!
যে প্রেমে হইবে পূর্ণ সমস্ত বসুধা?
যে প্রেমের স্রোতে ভেসে যাবে দ্বেষ, হিংসা;
দূরে যাবে গ্লানি, ঘুচে যাবে কূটতর্কজাল?
একাত্ম হইবে বিশ্ব?
পূজা ক'রে পাই প্রীতি, তাই পূজা করি;
জগতের পতি, যিনি তব পতি,
তাঁরে পূজা করি নাথ। বল, বল, সে কি দোষ?
সে কি ভাল নয়?

রাজা।　প্রিয়ে! ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, মায়া, স্নেহ,
যত কিছু, সবই বিরাট প্রেমের অঙ্গ।
ভক্তি, শুধু একখানি ছিন্ন পদ তার।
শুধু তারে আরাধনা, তাহারই ধেয়ান
আর সব ছেড়ে; ভেবে দেখ, সে কি পূজা?
সে পূজা কি অঙ্গহীন নয়?
সেই উচ্চ প্রেম-স্বর্গ, কল্পনা অতীত,
জ্ঞানাতীত, ধ্যানাতীত, অতীত নেত্রের।

যদি এত অনুরাগ, যাবে যদি সেথা,
কর আগে অতিক্রম স্নেহ, প্রেম,
সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোপান-আবলী।

মীরা। বুঝিতে পারিনে নাথ !

রাজা। কাজ নাই বুঝে। এস প্রিয়ে, এস বাহুপাশে।

(বাহু দ্বারা বেষ্টন)

মীরা। হায়, পূত অগুরুর সারে, শুভ্র ফুলদলে,
পুণ্য ভাগিরথীনীরে মার্জ্জিত করিয়া
বসায়েছি যেই মূর্ত্তি হৃদয়-মন্দিরে,
যে মূর্ত্তি অঙ্কিত হায় মরমে মরমে,
যে মূর্ত্তি মিশেছে মোর শোণিতের সনে,
বিকলাঙ্গ তাহা, সে মূর্ত্তি পূর্ণাঙ্গ নয় ?
ভাবিতে পারিনে !
কোথা প্রেমস্বর্গ ? কোথায় বিরাট অঙ্গ ?
থাক্ থাক্ চাহি না শুনিতে।
বোলো না বোলো না আর।
অন্ধকার, শূন্যময়, কোথা প্রেমস্বর্গ ?
শূন্য করি হৃদয়-আকাশ,
নিষ্ঠুর, নিয়ো না কাড়ি নির্দ্দয় হইয়ে
জ্ঞানহীনা অবলার সুখরত্নমণি।

তা' হ'লে মরিবে মীরা।
ভেঙ্গে গেলে আলম্বন-দণ্ড, ধূলায় লুটায় লতা।
হায়! এ ধ্যান দিও না ভাঙ্গি।
অবলা রমণী, চাহিতে পারি না উচ্চে।
ত্রি মূর্ত্তিতে চিরদিন করিতেছি পূজা
(তোমাদের), পিতা, পতি, পুত্ররূপে।
অঙ্গহীন, বিকলাঙ্গ হোক, সেও ভাল।
পারিব না স্থাপিবারে শূন্যে ভালবাসা।
দিও না ভাঙ্গিয়া এই মূর্ত্তি—এই মূর্ত্তি
হৃদয়ের অধিপতি মম।
পিতা, পতি, পুত্র, ভ্রাতা, সবই একাধারে।

(প্রস্থান।)

রাজা। কি সুন্দর মোহান্ধতা!
ভেঙ্গে দিলে বাঁধ, ছোটে যথা বরিষার
কূলবিপ্লাবিনী তরঙ্গিণী, ভাসাইয়া
তট-তরু, তরঙ্গ-তাড়নে।

(নেপথ্যে গীত।)

অবোধ, বোঝে না সে ত,
দিতে আসে ভালবাসা।
এ যে বন-বিহঙ্গিনী, কেমনে রহিবে পোষা।

পরায়ে বাসনা ডুরি,
রাখিতে কি চাহে ধরি,
হরি, হরি, মরি মরি, আকাশে যাহার আশা।
কেমনে রহিবে পোষা!

রাজা। অবস্থার উপযোগী হয়েছে সঙ্গীত;
যাই, আর কি হইবে প'ড়ে থেকে হেথা!

(প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

(রাজ-অন্তঃপুরস্থ কক্ষ; রাজমাতা ও পরিচারিকা।)

রাজমাতা। কি বলিলি, হইয়াছে সন্ন্যাসিনী?
আহা! তাই বুঝি ম্লান মুখ বাছার আমার
দেখিনু সে দিন। কেমনে জানিব বল,
অন্তরের এ বিদ্রোহ-কথা? এমন ত
কখন শুনিনি! কোন্ রাজকুলে,
রাজরাণী হয়ে থাকে সন্ন্যাসিনী?

এ কি অলক্ষণ, হায়! কি আছে না জানি
এ বয়সে ভাগ্যে! এক মাত্র পুত্র মোর
রাজ-অন্তঃপুরে নাহি নৃত্য গীত,
নাহি সুমধুর বীণাধ্বনি, যৌবনের
সুখোচ্ছ্বাস, হাস্য পরিহাস। সদা
বিকট শ্মশান সম নিস্তব্ধ নীরব।

পরিচারিকা। হেঁ গা এ কি যোগের বয়েস?
কে জানে মা কেমন প্রবৃত্তি।

রাজমাতা। প্রবৃত্তি যেমনি হোক্, যত ক্ষণ আছি
আমি বেঁচে, হেন অমঙ্গল দিব না
হইতে কভু বাছার আমার। এত স্পর্দ্ধা!
এত অবহেলা। নিঃসপত্ন ভালবাসা,
বিস্তৃত রাজত্ব, রূপে গুণে বীরশ্রেষ্ঠ স্বামী;
এ কি সকলি অযোগ্য তার?
সবই তুচ্ছ? এত উচ্চ তিনি?
বলিব বুঝায়ে আগে,
শোনে যদি ভাল, নহে পাবে শাস্তি সমুচিত।
যা এখনি যা, জানাগে যা আদেশ আমার;
আসে যেন অবিলম্বে।

(প্রস্থান।)

পরিচারিকা। যাই ; হয় ত এখন রয়েছেন পূজাগৃহে।

(প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

(পূজাগৃহ ; ধ্যানে মগ্ন মীরা।)

"জয় জয় যদুকুল জলনিধি চন্দ।
ব্রজকুল গোকুল আনন্দ কন্দ॥
উজল জলধর শ্যামর অঙ্গ।
হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
মূরতি মদন ধনু ভাঙ বিভঙ্গ।
বিষম কুসুম শর নয়ান তরঙ্গ॥
চূড়ায়ে উড়য়ে মত্ত ময়ূর শিখণ্ড।
টলমল কুণ্ডল ঝলমল গণ্ড॥
স্রবই সুধাময় মুরলী বিলাস।
জগজন মোহন মধুরিম হাস॥
অবনী বিলম্বিত গলে বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততই রসাল॥
তরুণ অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি ভুবন আনন্দ॥"

পরিচারিকা। রাজমাতা পাঠালেন মোরে
অবিলম্বে ডেকে নিয়ে যেতে
তোমারে তাঁহার ঠাঁই।

মীরা। কেন, হয়েছে কি?
চল যাই।

(রাজ-অন্তঃপুরস্থ কক্ষ; রাজমাতা আসীনা।)

পরিচারিকার সহিত মীরার প্রবেশ।

মীরা। জননি কি ডেকেছ আমারে?
বহুদিন পরে পবিত্র নয়ন মাতঃ,
চরণ দর্শনে।

রাজমাতা। ব'স বাছা।
হায়! এ কি সজ্জা মা-জননি?
গৃহলক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী তুমি,
কেন হেন অলক্ষণ;
সন্ন্যাসিনী-বেশ আছে কি করিতে তব?
কোথা তব রত্নবাস?
কোথা মহামূল্য মণিময় আভরণ?

মীরা। দিয়েছি মা দরিদ্রে বিলায়ে,
আহা পরেনি কখন তা'রা!

পরিচারিকা। ও মা কি হবে ! সেই তেমন হার !
কি পোড়া কপাল, পেলে কোন্ ভাগ্যিধরী !
(গালে হাত দিয়া একদৃষ্টে মুখ নিরীক্ষণ)

রাজমাতা। ভাল দেছ দেছ, আর কি ভাণ্ডারে নাই ?
শূন্য কি মা রাজকোষ, শূন্য রত্নাগার ?
কেন বাছা বাঁধনি কবরী, রূক্ষ কেশভার ;
গন্ধ-তৈল, তাও কি নাহিক ঘরে ?

মীরা। জননি, অভাব নাই ভাণ্ডারে তোমার ;
পরিপূর্ণ রত্নরাজি দ্রব্য ধন জন,
জানি না কেনই হয় না বাসনা
পরিবারে আভরণ বাস,
তাই ত পরি না মাতা,
কি হইবে বৃথা অঙ্গরাগে চিত্রিত করিয়া অঙ্গ ?
চিত্রপুত্তলিকা সম সাজিয়া থাকিতে
আপনিই লজ্জা হয় ;—
মাটীর এ দেহ কখন মিশায়ে যাবে
মাটীতে কে জানে, তবে কি হবে জননি,
বৃথা কাজে নষ্ট ক'রে সময় রতন !

পরিচারিকা। কপালে না থাক্‌লে হয় না,
ওমা এক গা গয়না !

রাজমাতা। বুঝিয়াছি ; থাক্ বাছা,
বলোনাক আর,
আর আমি শুনিতে পারিনে,
হায় একি অলক্ষণ, হায় একি অলক্ষণ ?
মীরা। মাতা, আমি জ্ঞানহীনা নারী,
সংসারের কিছুই বুঝিনে,
নাহি বুঝি মানবের মন ;
কি বলিতে কি বলেছি. পেয়েছেন ব্যথা,
ক্ষম দোষ, কর মা মার্জ্জনা।
রাজমাতা। ছাড় যদি স্বেচ্ছাচার।
বাছা, শুনিবারে পাই, দিনরাত কর পূজা,
কার পূজা বল দেখি মোরে ?
মীরা। জগন্নাথ যিনি।
পরিচারিকা। ওগো সে একটা বিষ্ণুমূর্ত্তি !
তাতেই যত ছেদ্ধা ভক্তি !
রাজমাতা। সেকি ইষ্টত্যাগ !
আমাদের কুলের দেবতা,
মুক্তকেশী কাত্যায়নী,
তাঁহারে কর না পূজা,
কে দিল দুর্বুদ্ধি হেন, কে ইহার গুরু ?

মীরা। কেহ নহে মাতঃ,
হৃদয় আমার আপনিই করেছে বরণ,
নবজলধরকান্তি কমললোচনে,

রাজমাতা। বাছা ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছেলেখেলা নয়,
হৃদয়ের বশে কেমনে চলিবে
তুমি পরাধীনা নারী;
আমাদের কুলরীতি চিরদিন যাহা,
এখনও তাহাই হবে, হবে না অন্যথা;
ছি ছি ইষ্টত্যাগ! একি অলক্ষণ!
শোন বাছা, আজি হতে আর
পাবে না পূজিতে তব নব জলধরে।
একেবারে ফেল মুছে হৃদয় হইতে
প্রতিমূর্ত্তি তাঁর।

মীরা। কেন মাতঃ?

রাজমাতা। তার পরিবর্ত্তে আমাদের কুলদেবী
শবাসনা নৃমুণ্ডমালিনী,
লোলজিহ্বা দিগম্বরী করিবে পূজন।

(প্রস্থান।)

মীরা। মা গো তব নিষ্ঠুর আদেশ!

গীত।

কাঁহা সো মিলই মেরা
কমললোচন রে !
ইহ ভূমণ্ডল,　　ভরমিব দেশ দেশ,
হেরব কথি সো ভবন রে !
কাঁহা সো মিলই মেরা
কমললোচন রে ?
ছার ধন পরিজন,　　ছার রাজ্য সিংহাসন,
সব কছু আঁধার গহন রে ?
কাঁহা সো মিলই মেরা
কমললোচন রে !
প্রেম-সায়র মাহ　　এ রিঝ অবগাহ
তুলিব সে নীল রতন রে !
কাঁহা সো মিলই মেরা
কমললোচন রে
দূর কর নীল শারী,　　ঝুট ফুল কওরী
মোতিম-মালা হৃদে বাজে।
হার করি পহিরব,　　সো নীলমাধব,
রাখব হৃদয়ক মাঝে।
কাঁহা সো মিলই মেরা
কমললোচন রে !

প্রথম অঙ্ক।

সপ্তম দৃশ্য।

চিতোর রাজসভা।

(রাণাকুম্ভ, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি আসীন)

রাজদূতের প্রবেশ।

মন্ত্রী। যা' সংবাদ, কর নিবেদন রাজপদে।

দূত। মহারাজ! মৈরদের আক্রমণ হ'তে,
দেবগড় রক্ষার নিমিত্তে,
যে দুর্গ নির্ম্মাণ হ'তেছিল—
তাহা অর্দ্ধসৃষ্ট পড়ে আছে।

রাণা। আজিও তা' হয় নি সমাধা?
কেন রাজকোষ অর্থশূন্য নাকি?

মন্ত্রী। মহারাজ তাও কি সম্ভব?

রাণা। আর কি সংবাদ।

দূত। আর ভীলেদের আশ্রয়ের হেতু,
যে দুর্গের প্রাচীন সংস্কার হ'তেছিল
রাজাজ্ঞায়, হয় নাই তাহা
বিপক্ষ পক্ষের অত্যাচারে,

ভীল নারী যত পথে ঘাটে
কেহ আর বাহিরিতে নারে
নরশার্দ্দূলের তরে ; বলেছেন
ভীলরাজ জানাতে এ বার্ত্তা
রাজপদে, আরও বলিলেন
দলবলে তিনি হয়েছেন সুসজ্জিত,
কেবল আছেন অপেক্ষায় আপনার।

রাণা। সুসংবাদ বটে, যাও চলে,
বিপক্ষ কে ? এত স্পর্দ্ধা কার ?
দুর্গনির্ম্মাণেতে বাধা,
মোর আশ্রিতের প্রতি অত্যাচার,
নিশ্চয় এ দুরাত্মা যবন।

মন্ত্রী। মহারাজ দিল্লীশ্বর সুলতান ঘোরী।

সেনাপতি। স্বভাব যাহার যাহা পারে না ছাড়িতে ;
মুকুটে উঠিলে কাচখণ্ড
পায় না মণির দীপ্তি।

রাণা। দুরাত্মা বিলাসদাসপাপিষ্ঠ যবন !
শিখাইব কিছু শিক্ষা তারে,
সেনাপতি ! বহুদিন পিপাসিত কোষবদ্ধ অসি
ঝুলিতেছে গৃহের প্রাচীরে।

যাও শীঘ্র, কর সুসজ্জিত অবিলম্বে সৈন্যদল,
নাকাড়ায় জানাও ঘোষণা প্রাণদান নিমন্ত্রণ।
মালবরাজেরে আনিতে পাঠাও দূত,
আইসেন যেন সসৈন্যে করিয়ে সজ্জা।
ভাসাব সমর-সাগর-স্রোতে জীবন-তরণী।

(রাজা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

যাই, দেখি কি করিছে মীরা,
সেই দিন হতে ভয়ে আর আসেনাক কাছে,
পাছে দিই ভেঙ্গে তার হৃদয়ের প্রিয় ছবিখানি।

(প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

অষ্টম দৃশ্য।

(রাজ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।)

দুই জন সখী ও মীরা।

গীত।

ফুটিল ফুল　　অলি আকুল
কোকিল-কুল কুহরে।
মলয় বায়　　পরশি যায়,
লতিকাকায় শিহরে।
মুকুল মুঞ্জে　　ভ্রমরা গুঞ্জে
কুসুম কুঞ্জে ফুটিল।
হরিত শাখী　　গায়িছে পাখী
কলিকা আঁখি খুলিল।
নূতন গান　　নবীন তান
উথলে প্রাণ সজনি!
মধুর হাসি　　সুরভি রাশি
বিশদ চন্দ্র যামিনী।

১ম সখী।　এ হেন নিশিতে সখি,
বল ত কি সাধ করে?

২য় সখী। গাঁথিয়া বকুল হার,
সাজাইতে প্রাণেশ্বরে।

১ম সখি। কে তোমার ভালবাসা,
অতনু—অতনু নাকি ?
জনমেও তাই বুঝি
দেখিল না পোড়া আঁখি।

২য় সখী। দূর্ মাগি !

মীরা।

গীত।

উজল চাঁদিনী,
বাসন্তী যামিনী,
সুখেতে জগত হাসে ;
হ'তে চাহে হৃদি,
বেদনার সাথী,
দুখেতে যে জন ভাসে ;
হেন মনে হয়,
সারা ধরা ময়,
ভ্রমি প্রতি ঘরে ঘরে
সজল নয়ন,
মলিন বদন,
রাখিতে হৃদয়ে ধ'রে।

বিপুল ধরায়,
কত হৃদে হায়,
নাহি সুখ তিল স্থল।
প্রতি নিশি হায়,
ব'হে লয়ে যায়,
কত পদ্ম-আঁখি-জল।

(সখীদের প্রস্থান।)

রাজার প্রবেশ।

রাজা। অন্নপূর্ণা নারী, শঙ্কর ভিখারী,
এ দেখি তেমতি ধারা;
সিন্ধুতীরে ব'সে, কপালের দোষে,
পিপাসায় অর্দ্ধমরা।

মীরা। একি নাথ!
এতো নহে বিশ্রামের বেশ,
কেন রণ বেশ?

রাজা। বিদ্রোহশান্তির তরে প্রিয়ে,
যেতে হ'বে সমরক্ষেত্রেতে;—
তাই, আসিয়াছি লইতে বিদায়।

মীরা। ছি ছি, ছাড় নাথ নিষ্ঠুরতা।
হায় খালি যুদ্ধ, কেবল বিদ্রোহ,
কবে ঘুচে যাবে রক্তপাত?

মানুষে চাহিবে নাকি মানবের মুখ ?

রাজা। তুমিও নিষ্ঠুর রাণী।
আজিও কি পাইব না ছুটো মিষ্ট কথা,
ভাবী বিরহের ভয়ে বাহুর বন্ধন
এখনও সেই স্থির ধীর ভাব,
তেমনিই উদাস হৃদয়, শূন্য দৃষ্টি,
আপনারি ভাবে ভোর মগ্ন আত্মহারা।
যত স্নেহ, যত প্রেম, যত ভালবাসা,
হৃদয়ের বিপুল সাম্রাজ্য,
সকলি পরের তরে,
তার মাঝখানে, আমি ভিক্ষু একজন,
নাহি কিগো মোর হোথা বিন্দুমাত্র স্থান ?

মীরা। কেন অনুযোগ নাথ ! আমি ক্ষুদ্র নারী,
কেবা আত্ম, কেবা পর, তাও ত বুঝিনে,
আপনার আত্মা হায় ! তাও বুঝি নহে আপনার,
নহে কেন লোকে পারে না আপন বশে
চলিতে সর্ব্বথা, নিয়তি বর্ত্মেতে,
ঘুরে মরে ধৃত হস্ত অন্ধের সমান।

রাজা। আসি তবে প্রিয়ে !

(প্রস্থান।)

নেপথ্যে গীত।

ঐ চ'লে যায় যায় মলিন মুখে ;—
কেন গো ফিরালে তারে কিসের দুখে।
বিষাদ আঁধার ভার, ছাইল মু'খানি তার,
বিমল প্রেমের আলো থাকিতে বুকে।
কেন গো ফিরালে তারে কিসের দুখে।
কুসুমে পাষাণ যেন, দেখি নিরদয় হেন,
তবে সকরুণ আঁখি কেন, কি লাগি মুখে।
কেন গো ফিরালে তারে কিসের দুখে।

মীরা। সোণার পিঞ্জরে থাকি, কখন মুদিব আঁখি,
না ভ্রমিনু তত্ত্ব-তরু-ডালে ;
খুঁটি নাটি মিছে খেলা, কাটিছে জীবন-বেলা,
রাজ্যসুখ মেঘের আড়ালে।
কেবা পিতা ভ্রাতা পতি, ক্ষণিক স্বপন সাথী,
লুকাইবে নিশি অবসানে ;
মিছা ভ্রমে বদ্ধ হ'য়ে, কেন বোঝা মরি ব'য়ে,
নাহি শান্তি স্বর্ণসিংহাসনে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

বাদসাহ, সুলতান ঘোরি ; মহিষীগণ ও নর্ত্তকী-দ্বয়।

১ম মহিষী। নাথ, দিন্ আজ্ঞা নৃত্যগীতে,
রজনী পোহায়।

বাদসাহ। সে কি প্রিয়ে কেন পরিহাস,
আমি দাস তোমাদের।
বিলাস বিপিনে কিনিয়াছ
বিনা মূল্যে বিনোদিনী আমারে সকলে,
দেহ আজ্ঞা বিধুমুখী,
কৈ সিধু কোথা ?
নিশ্বাস পবনে বুঝি জমা্ট বেঁধেছে
ওই রক্তিম অধরে !

মহিষী। গাও তোমরা।

গীত।

নর্ত্তকীদ্বয়।

পাহারা দিতে যদি জেগে সারা রজনী,
তা হ'লে বুঝি চুরি যেত না প্রাণখানি,
এখন আর কেমন ক'রে
পাবি লো ফিরে তারে,
রেখেছে চুরি ক'রে চোরের চূড়ামণি।

স্থলতান। আহা কামিনীর কলকণ্ঠে
সঙ্গীতের ধ্বনি কি মধুর
যেন কল্পতরু শাখা' পরে কোকিলা কুহরে।
গাও, গাও।

(বাহিরে দামামার শব্দ ও অনতিবিলম্বে
পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরিচারিকা। মহারাজ! এসেছেন চিতোরের রাণা
সসৈন্যে করিয়া সজ্জা নগর-দুয়ারে;
বলিলেন সেনাপতি জানাতে এ কথা।

বাদসাহ। তাই ত; এত কর্ম্মতৎপরতা?
যাই তবে; চলিনু এখন।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুরস্থ শয়নকক্ষ।

মীরা। হৃদয়ের দেবতার মূরতি ভেঙ্গেছে মোর
অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে ?
ভাল দেছ দেছ ভেঙ্গে ; এই হৃদয়ের ছবি
কে মুছিবে, হেন কে এ সংসারে।
ধর্ম্ম নিয়ে প্রতিবাদ,
আত্মগ্লানি অপবাদ,
আর ত এ সয়নাক প্রাণে
ভক্তিহীন শুষ্ক দৃশ্য,
ঘোর মরুময় বিশ্ব !
নাহি মায়া মানবের প্রাণে।
সংসার ! অনেক সয়েছি তোর
ছিন্ন আজি মায়া ডোর—
চলিলাম তোমারে ছাড়িয়া ;
তোর মিছে হাসি, মিছে বাঁশী,
দ্বেষ, হিংসা, নিন্দারাশি,

থাক নিয়ে পরাণে পুষিয়া!
নির্দ্দয় ভেবো না নাথ! শেষ প্রেম প্রণিপাত
করে মীরা তোমার চরণে!
ক্ষমা করো এই দোষ, করিও না অভিরোষ—
অসন্তোষ হয়োনাক মনে।
সংসার! চলিনু ছাড়িয়া,
আর আসিব না হেথা,
থাকিব না এ পাপ-আগারে।
মহারাজ! মহারাজ! এসে না দেখিতে পাবে
আর তব যোগিনী মীরারে!

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

নাগরিকগণের আবাস।

(পথপার্শ্বস্থ ছাদে বসিয়া দুই জন রমণীর গাঁদাফুলের মালাগ্রন্থন।)

১মা। আরো ঢের চাই ফুল,
এতে তো হবে না।

২য়া। কেন ক' ছড়া হয়েছে গাঁথা ?

দেখ দেখি গুণে।

১মা। সবে চার ছড়া।

(একটি শিশুর প্রবেশ।)

শিশু। তাল্ থলা—

২য়া। এই যাঃ ! দিলে ছিঁড়ে

হতভাগা ছেলে।

১মা। ছেলের কি দোষ,

তোরই ভাই সাবধান নেই।

ঘুমো ঘুমো, আসছেন রাজা।

শিশু। কেন ?

২য়া। যুদ্ধ জিতে জুজু ধরে নিয়ে ;

কত বাজি, কত আলো, কত খেলা হবে।

শিশু। না, না।

২য়া। চুপ কর্, চোখ বোজ্ !

শিশু। আনী ! *

১মা। রাণী কোথা ? রাণী গেছে চলে।

২য়া। ও কি কথা !

১মা। কেন শুনিস্নি নাকি ?

---

*, রাণী।

২য়া। আমি কি ছিলুম হেথা ?
দাদার বিয়েতে যাই নি কো জয়পুরে ?
তা বল্‌না লো শুনি,
বল ভাই কি হয়েছে ?

১মা। তা হয়েছে বেশ,
রাজা চলে গেলে, তার দিন দুই পরে,
রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে রাণী,

২য়া। কেন কি দুঃখেতে !

১মা। কে জানে কি পূজো পূজো ক'রে।
ঘরে পূজো হয় না কি ?
তা' কি জানি ভাই !

২য়া। গিয়েচেন কার সঙ্গে ?

১মা। সঙ্গে আর কার,
একলা গেছেন চলে।
দুটো ছুঁড়ি লয়ে গেছে।

২য়া। তা' শুনেছেন রাজা ?

১মা। শুনবেন্ এসে।

২য়া। রাণী তাই কথা নেই,
আমাদের হ'লে কত কথা হয়ে যেত—
জেতে ঠেলাঠেলি।

১মা। এখন, মালাগুলো হয়ে গেলে বাঁচি।

২য়া। আহা সুখে নেই তবে ?

১মা। কেন মরে নি ত রাণী।

তীর্থ গেলে আসে নাকি ফিরে ?

২য়া। আসি বোন্ ছেলে রেখে আসি।

১মা। যাই আমি দুটি ফুল আনি তুলে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর রাজপ্রসাদ ; কক্ষ।

(সুলতান ঘোরী রাণা কুম্ভ ও শক্তসিংহ।)

রাণা। যাও সেনাপতি ! সসৈন্যেতে পশ্চাতে পশ্চাতে—

রেখে এসো দিল্লীশ্বরে আপন রাজ্যেতে,

যেন পথে নাহি পান কোনরূপ ক্লেশ।

সুলতান। কেন এই তীব্র পরিহাস !

রাণা। পরিহাস ! পরিহাস নাহি জানে রাজপুতে ;

করে যুদ্ধ উৎপীড়িত হয়ে,
কিন্তু নহে অনভিজ্ঞ ;
রাখিতে মানীর মান প্রস্তুত সর্ব্বদা।

সুলতান। অবশ্য, ক্ষত্রিয়নীতি সমুদার বটে ;
কিন্তু বরং মৃত্যু প্রার্থনীয়, তবু
শত্রুর সৌজন্য একান্ত অসহ্য প্রাণে—
জানিবেন ইহা।

রাণা। বীরের উচিত কথা এইরূপ বটে ;
শুনে বড় হইলাম প্রীত। কিন্তু
কেন অকারণ এ শত্রুতা মোগলে হিন্দুতে,
চিরযুদ্ধ, চিররক্তপাত,
এমনি কি রবে চিরদিন ?
আছে এক বিনীত প্রার্থনা।

সুলতান। প্রার্থনা! কি প্রার্থনা ? বল, শুনিতেছি।

রাণা। ইহাই প্রার্থনা মোর ;—
আশ্রিতের প্রতি না করেন উৎপীড়ন,
নিরুদ্বেগে বাস করে প্রজা,
আমার আরব্ধ কার্য্যে না করেন হস্তক্ষেপ।

সুলতান। নাহি পারি সত্য করিবারে।
ইচ্ছা হয় দাও ছেড়ে,

নহে কর যাহা সাধ্য তব ;
বন্দী করে আনিয়াছ ব'লে
দিল্লীর সম্রাট মানিবে না কভু
অধীনতা হিন্দুর কাছে ;
নহি আমি মালবের রাজা।

রাণা। উহাকে কি অধীনতা বলে ?
ভাল ; নাহি যদি করেন মিত্রতা,
করিবেন যাহা ইচ্ছা তব।
তাহে নাহি ডরে রাজপুত ! নির্ম্মুক্ত আপনি।
সেনাপতি ! আছে মনে ?

শক্ত। শিরোধার্য্য প্রভুর আদেশ।

সুলতান। শিখিলাম শিষ্টাচার।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(আবু-পর্ব্বত-শিখরস্থ বিশ্রামভবন।)

রাণা কুম্ভ। সুউচ্চ শিখর দেশে, চন্দ্রমা উঠেছে হেসে,
পুলকেতে গেছে ভেসে ধরার পরাণ ;
অদূরে নির্ঝর ধারা, দ্রবিত হীরক পারা,
চলেছে বহিয়া তুলি সুগভীর তান ;
সুদূরে পাহাড়ী পাখী, থেকে থেকে উঠে ডাকি,
আলো দেখে গিরিগুহা হ'তে ;
ঝোপ ঝাপ গুল্ম ফেলি, হরিণ শাবকগুলি,
খেলা করে জ্যোৎস্নায় পর্ব্বতে ;—
প্রশান্ত নিশীথে হেন, অশান্তির ভাব কেন ;—
কোথা হ'তে আসে দীর্ঘশ্বাস !
ধিক্ রে প্রেমের স্মৃতি, যেথা যাই সেথা সাথী,
তপ্ত করে শীতল আবাস।

(উপবেশন।)

হায়!
আসিয়াছি নির্জ্জনেতে বিশ্রামের আশে,
সিঞ্চিবারে শান্তিবারি অবসন্ন প্রাণে,
কিন্তু ঘোর আত্মপ্রতারণা,
সত্যই কি করিতেছি শান্তিভোগ আমি ?
এর চেয়ে কার্য্যে লিপ্ত থাকা,
সে বরং ছিল ভাল ; ছিলাম ভুলিয়ে।
এই শান্ত নিরজনে মনোরম স্থানে,
হৃদয় ব্যাকুল আরো পাইতে তাহায়!
মনে হইতেছে,
সমগ্র ধরণী খুঁজে ধরে আনি গিয়ে।
কেন ? রমণীর মুখপদ্ম বিনা
কোথাও কি পূর্ণ নহে শোভার ভাণ্ডার
কেন এই পরাণের অদম্য আবেগ ?
সে ত ছিল চিরদিন উদাসী প্রণয়ে,
কখন ত দেয় নাই প্রতিদান.
কখন বোঝেনি মন,
দেখেনিক চেয়ে এই হৃদয়ের পানে,
আছিল ভাবুক, কিন্তু ভাবে নাই কভু,
ছিল মগ্ন আত্মহারা ভোর আপনাতে,

হায়! পুরুষের প্রাণ-ফাটা সর্ব্বনাশা তৃষা,
কত ভয়ঙ্কর, কি যে দাহ তার,
নারী বুঝি পারে না বুঝিতে;
বুঝিলে, কখন পারিত না
ফেলে যেতে এমন করিয়া।
ভাল গেছে গেছে,
আমি কেন ভাবি তার কথা।
প্রেম কি নারীর আছে শুধু,
নারী জানে করিবারে;
আর কি কাহারও নাই?
শুষ্ক মরু সবে?
প্রজাগণ ভালবাসে সবে,
প্রাণাধিক বন্ধু যারা আছে আশে পাশে,
তবু কেন লালায়িত হৃদি,
রমণীর একবিন্দু প্রেমসুধা তরে?

(মাধবাচার্য্যের প্রবেশ।)

মাধব। সখে! একলা এমন ক'রে কতদিন আর
থাকিবে এ বনবাসে?
কি হতেছে নিরজনে? কাব্যপাঠ নাকি?

রাণা। জগৎ প্রকাণ্ড কাব্য।

নারীর হৃদয় অদ্ভুত রহস্য-পূর্ণ ছবিখানি তাতে!

মাধব। তবে কল্পনায় দেখা কর ইতি,
চল পুনঃ দেখিবারে জীবন্ত আলেখ্য।

রাণা। কেন, কেন, এসেছেন রাণী?

মাধব। পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া উড়ে গেলে বিহঙ্গিনী
ফেরে কি আবার?
আসিয়াছে নারিকেল ফল;
প্রণয়ের প্রিয়দূত, প্রস্তাব লইয়া।
রাজমাতা পাঠালেন মোরে,
সঙ্গে ক'রে অবিলম্বে নিয়ে যেতে তোমা,
চল আর দেরি করা নয়।

রাণা। যাও, পরিহাস সকল সময় প্রিয় নয়,
লাগে নাক ভাল।

মাধব। ভাল, বলি গিয়ে বৃদ্ধা মহিষীরে,
আসি তবে হ'লেম বিদায়।

রাণা। (উঠিয়া) কেন সখা অভিমান পারি না বুঝিতে,
অনেক সময়ে তব রহস্যই সত্য সম,
সত্য পুনঃ রহস্য বলিয়া বোধ হয়।

মাধব। শুন তবে খুলে বলি,
ঝালর-দুহিতা সুকুমারী

রূপসীর শ্রেষ্ঠা, তাঁর সাথে পরিণয় তব,
রাজমাতা করেছেন স্থির। বলেছেন
বলিতে তোমারে, ফিরিয়া আসিলে
রাণী,—তাঁরে আর হইবে না লওয়া।
রাজকুলে কলঙ্কের গ্লানি,
হাটে মাঠে পথে ঘাটে ধ্বনিত সর্ব্বদা।

রাণা। পবিত্রা সে জানি আমি তারে।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(বৃন্দাবন ; গ্রাম্যপথ।)

সন্ন্যাসিনী বেশে মীরা ও দুই জন সঙ্গিনী।

মীরা।

গীত।

চল চল সখি চল
　　বারেক মথুরাধামে,
লুকায়ে শুনিব সেথা,
　　বাঁশী বাজে কার নামে।
এমনি যমুনা বারি
　　সেথাও কি সহচরি,

বহে যায় ধীরি ধীরি
নিধু কুঞ্জবন পাছে।
সেথা কি কদম্ব মূলে,
শিখিনী নাচিয়া বুলে,
মথুরাবাসী কি সেথা
শ্যাম নামে মরে বাঁচে।

(কয়েক জন ভিক্ষুক বালকের প্রবেশ।)

১ম বালক। কাঁহা চলিয়ে মায়ী ?
তেরা ভক্তি মিলে মায়ী।

(করতালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে গীত।)

"আরে রাধা কুণ্ডু শ্যাম কুণ্ডু
গিরি গোবর্দ্ধন।
আরে মধুর মধুর বংশী বাজে,
এই ত বৃন্দাবন।"
"হরিবোল গাঁটরি খোল,
হরিবোল গাঁটরি খোল,
হরিবোল গাঁটরি খোল,"

মীরা। তোমরা কি চাও বাছা ?

বালকগণ। বড়ি ভুখ লাগে মায়ী,
পয়সা মিলে মায়ী।

(সখিগণ কর্ত্তৃক আহারীয় ও অর্থ প্রদান।)

(নাচিতে নাচিতে বালকগণের প্রস্থান।)

মীরা। এহি মেরি বৃন্দাবন, কাঁহা মদনমোহন,
চল সোহি যমুনাকি কুলে ;
এহি পূত রজঃ ধূলি, তুলহ পুরিয়া ঝুলি,
দেহ দেহ মাথাইয়া চুলে।

(সখীদ্বয় কর্ত্তৃক তথাকরণ।)

(কয়েকজন ব্রজবাসিনীর প্রবেশ।)

(সকলের কানাকানী)। ঐ দেখ ছদ্মবেশ ধ'রে
এসেছেন রাধারাণী,
ললিতা বিশখা সঙ্গে নিয়ে
খুঁজিছেন মদনমোহনে।
আয় মোরা ভক্তি মেগে আসি,
নিইগে চরণধূলি !

(নিকটে গিয়া সকলের প্রণামকরণ।)

সখী। তোমরা কি চাও বাছা ?

ব্রজবাসিনীগণ। কিছু নয় মা, ভক্তির ভিখারী।

সখী। কোথা পাব ভক্তি বাছা,
ইচ্ছা হয় এস সবে সাথে,—
শুনাইব শ্যাম নাম।

(সকলের কানাকানী) ওরে আয় আয় কাজ নাই ;
চল ভাই ফিরে যাই ঘরে,

বুঝিস্‌নে দেবতায় কত ছলে ডাকে,

যাই মা আমরা!

(সভয়ে প্রস্থানোদ্যোগ।)

সখী। এস বাছা।

(বস্ত্র ও অর্থ প্রদান।)

(দুই জন দুষ্টলোকের প্রবেশ।)

১ম। ওরে ভাই শুনেচি নাকি রাধারাণী এসেছেন,

কুঞ্জে কুঞ্জে মদনমোহন খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

২য়। আবার সঙ্গে দুটো সখী আছে,

১ম। তবে ত মজা বেধেচে,

মীরা।

গীত।

চল চল সখি চল
বারেক মথুরা ধামে,
লুকায়ে শুনিব সেথা,
বাঁশী বাজে কার নামে,
এমনি যমুনাবারি
সেথাও কি সহারি,
বহে যায় ধীরি ধীরি
নিধু কুঞ্জবন পাছে।

সেথা কি কদম্বমূলে,
শিখিনী নাচিয়া বুলে,
মথুরাবাসী কি সেথা
শ্যাম নামে মরে বাঁচে।
আছে কি সে পীতধড়া,
খুলে কি ফেলেছে চূড়া,
গলে বনফুলমালা
বুঝি বা শুকায়ে গেছে।

(উক্ত লোকদ্বয়ের ভক্তিভরে প্রণামকরণ।)

১ম। ভাই, এ সাক্ষাৎ রাধারাণী!

২য়। সেই রকমই বোধ হচ্চে বটে,
দেখেচিস্ মায়ের চেহারা,
চল, আমরা ওঁর সন্তান,
উনি যেখানে যাবেন, সেখানে যাব।

(পূর্ব্বোক্ত গীতের শেষভাগ।)

মীরা।

শিরে শিখিপুচ্ছ পাখা,
ছিল রাধা নাম লেখা,
চল লো দেখিগে চল,
আছে কি গিয়েছে মুছে!

(দুষ্ট লোকদ্বয়ের নিকট গমন।)

মা ! আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

আমরা আপনার সন্তান।

মীরা। তোমরা কি চাও বাছা ?

উভয়ে। আমরা কিছু চাইনে মা ! আপনার সঙ্গে যাব।

মীরা। এস।

উভয়ে। (সানন্দে।)

হরিবোল হরিবোল বল হরিবোল ;

জুড়াল পাপের জ্বালা, পেনু মার কোল।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

(চিতোর রাজ-অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।)

(রাজা ও রাজমাতা।)

রাজমাতা। বাছা, কতদিন দেখিনিক তোর মুখখানি।

এমনি ক'রে কি ঘর দ্বার যেতে হয় ছেড়ে ;

হয় না কি মনে,

পড়ে আছে ঘরে একা স্থবিরা জননী?
জান কি মায়ের প্রাণে কতখানি হয়,
চোখের আড়ালে গেলে,
কত অমঙ্গলছায়া পড়ে মার প্রাণে?

রাণা। মাতঃ! হইয়াছে অপরাধ, গেছিনু না বুঝে।

মাতা। কেন সুখহীন, হেন বিরস বদন.
দিবা নিশি একি সয় জননীর প্রাণে,
করিয়াছি মনে, যাইব সংসার ছেড়ে,
সুখী দেখে তোমা; কর পরিণয় পুনঃ,
দেখে যাই আমি।

রাণা। যে আদেশ তোমার জননি,
কিন্তু মাতঃ! কোথা যাবে তুমি
অভাগা তনয়ে ফেলি?
জগতে মায়ের স্নেহ সম কিছু নাই,
চেনেনাক অর্ব্বাচীনে।

মাতা। বাছা! সুখী হও করি আশীর্ব্বাদ।
পুত্র-নির্ব্বিশেষে সদা পাল প্রজাগণে,
চিরদিন বদ্ধ রাখা সংসার শৃঙ্খলে,
নহে বৎস সন্তানের কাজ।
অবশ হতেছে ক্রমে স্ববশ ইন্দ্রিয়,

আঁখিযুগ নিত্য দীপ্তিহীন,
তাই করিয়াছি মনে,
দেখিয়া সংসার তব,
অবশিষ্ট দিন যাপিব নির্জ্জন শান্ত তপোবনাশ্রমে,
এস বৎস ! করি অশীর্ব্বাদ।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর ; মান সরোবর।

(দুইজন কুলমহিলার কথোপকথন।)

১মা। কলসিটি ভাসিয়ে জলে,
একলা কি সই ভা'বছ বসে ;
দেখ্না ও সই ঝাউয়ের বনে,
সাঁজের আঁধার ঘনিয়ে আসে,
ফুটেছে সন্ধ্যা তারা,
বুঝি বা দিশেহারা,

তুই ও লো তেমনি ধারা
পড়েছিস্ একলা এসে।

২য়া। তুই যে হঠাৎ কবি,
ফেলেছিস্ এঁকে ছবি ;
সাবধান, ভাবের জলে
যাস্‌নে যেন তলিয়ে শেষে।

১মা। পুরুষদের হৃদয়গুলো
বাঁধ্‌তে হয় আচ্ছা ক'সে।

২য়া। এটা কি কবির রীত,
ধান ভান্‌তে শিবের গীত ?

১মা। না লো না, রাজাদের কাণ্ড দেখে
ভ্যাবা চ্যাকা গেছে লেগে,
সেই তত ভালবাসা, কিছু আর নাইক মনে,
তাই বল্‌চি পুরুষের ভালবাসা
শুধু ভাই চোখের কোণে।

২য়া। দোষ দিস্ বুঝে সুঝে,
রাণী গেছেন আপনি ত্যেজে।
তবে ভাই দোষ কি আছে ?

১মা। আছে লো আছে।
এই যে আবার কল্লেন বিয়ে,

তা পরের জিনিস কেড়ে নিয়ে,
"বাক্কিদত্তা' মেয়ে, বার আনা বিয়ে"
এ কি কর্‌তে আছে ?
বলে 'মেজে ঘসে হেম,
আর ধরে বেঁধে প্রেম,
কোন কালেই হয় না।'
তা কপালছাড়া পথ ত নাই,
ইনিও তাঁর ভায়রাভাই !
তাঁর তবু ছিল হাসিখুসী।
২য়া। আর দয়া মায়াটাও বড্ড বেশী।
১মা। ইনি ভাই একেবারেই অন্ধকার,
তা' রূপটি কিন্তু চমৎকার !
দেখ্‌লে আর চোখ ফেরে না,
কিন্তু রাজার সঙ্গে ত মেশেন্ না।
২য়া। কে জানে ভাই উল্‌টো ছিরি !
১মা। তা নয় লো, শ্যামকে পারে কি ভুল্‌তে প্যারী ?
২য়া। তা শ্যামটি কে ?
১মা। ওঁয়ার নামে সিঙ্গি দে,
২য়া। "রত্ন সিংহ" ? তা সে কি এতই ভাল ?
১মা। ভাবের কি আছে গোরা কাল ?

ষয়া। ঠিক বলেছিস্ ভাই,
তা রাত হল, চল্ ঘরে যাই।

গীত।

উভয়ে। ভুলতে নারি কুঞ্জবনের
সেই মধুর হাসি,
আরো কাল হয়েছে ও তার
কুলনাশা বাঁশী!

(প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(চিতোর রাজ-অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।)

(নূতন রাণী আসীনা।)

শ্রুতি। হায়! আমি অভাগিনী,
করিতেছি কলঙ্কিত স্বামীর আবাস।
হায়! প্রভু কেন না বুঝিলে,
কেন গো আনিলে এই প্রাণশূন্য মৃতদেহ,

কোন্ প্রয়োজন ইথে করিবে সাধন তব ?
একি পাপ ? স্বামী ছেড়ে ভালবাসি তারে,
কিন্তু ইনি কিম্বা তিনি পতি,—
কে কবে আমারে ?
সৃষ্টির মাঝারে চিরপরাধীনা নারী ;
নির্দ্দয় বিধাতা, কেন গো অর্পিলে
তার মাঝে স্বাধীন এ প্রেমের হৃদয় ?
কিবা কেন না করিলে এমন বিধান
দুর্ব্বল নারীর তরে,
প্রাণ দিয়া নিতে পারা যায়,
অবহেলে আবার ফিরায়ে।
হায় যবে আসিবেন তিনি
করিবারে সাদরসম্ভাষ মোরে,
কি বলিব, কি করিব, কেমনে বা রহিব পার্শ্বেতে ;
পত্নীভাবে বসে কাছে, হৃদে আঁকা একের মুরতি,
স্তরে স্তরে মর্ম্মে মর্ম্মে হয়েছে গ্রথিত,
কি করে তা উৎপাটিব আজি ?
অন্য জনে কি করে পূজিব ?
পিতা ! পিতা হয়ে একেবারে দিলে ভাসাইয়া
চিরবিষাদের নীরে চিরদিন তরে।

চাহিলে না এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের পানে !
হায় ! কোথা মৃত্যু ? কর দয়া, নাই আর কেহ !

রাজা। প্রিয়ে ! উজ্জ্বল কমল আঁখি কেন হে সজল,
বিরাগিনী বিষাদিনী বসিয়া ভূতলে,
এস আলোকিত কর হৃদয় আগার।
কেন হে নীরবে ম্লান শুষ্ক মুখখানি !
বল বল একবার, এ তৃষার সিন্ধুবারি
আছে ও হৃদয়ে তব, পার তা ঢালিতে ?
হৃদয়সর্ব্বস্ব অয়ি মৃত্যু-সঞ্জীবনী লতা,
একবার এস দেখি কাছে।
প্রাণের আশার নিধি, ওই হৃদিতলে বিধি,
দেখি রেখে দেছে কি না দেছে ?

শ্রুতি। (স্বগতঃ) হে ধরণি ! দ্বিধা হও, কেমনে বলিব ?
(প্রকাশ্যে) ছাড় প্রভু, ত্যাগ কর মোরে।

রাজা। চিরদিন লাজ প্রিয়া স্বভাব নারীর,
রাখিতে লাজের মান প্রস্তুত সর্ব্বদা,
তাই কি হে থর থর কম্পিত চরণ
বিবর্ণ অধর ওষ্ঠ মলিন কপোল ?
পুরুষের উষ্ণ তীব্র কঠোর পরশে,
সদা কুঞ্চিতা মুদিতা নারী লজ্জাবতী লতিকার সমা !

কিন্তু সখি যৌবনের শ্যামল কাননে,
ফুটেছে যে প্রেমপুষ্পকলি, যার আভা
বিকশিত অধরে নয়নে সমস্ত শরীরে হৃদে,
কেমনে লো সৌরভ তাহার
রাখিবে ঢাকিয়া
সরমের ক্ষুদ্র ছুটি পল্লব আড়ালে !

শ্রুতি। দেখিতেছ হৃদয়-দেবতা।
প্রভু আমি যোগ্য নহি তোমার পূজার,
নির্ম্মাল্য কুসুম সম ত্যাগ কর মোরে।

রাজা। সে কি প্রিয়ে ! বিবাহিতা নারী তুমি মোর,
সুখে দুঃখে অন্তরে বাহিরে
জীবন মৃত্যুর সাথী অর্দ্ধাঙ্গরূপিণি !

শ্রুতি। বল প্রভু বিবাহ কাহারে বলে ?
জ্ঞানহীনা আমি,
মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন সাক্ষ্যহীন যাহা,
অথচ প্রাণে প্রাণে মর্ম্মে মর্ম্মে আত্মায় আত্মায়
যেই প্রেম বিজড়িত হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে,
স্বয়মিচ্ছু বন্দী হয়ে থাকা যেই প্রগাঢ় মিলনে ?
তাহা কি বিবাহ নয় !
বিবাহ কি বাহিরের অনুষ্ঠান শুধু,

অন্তরের সাথে
নাহি কি সংস্রব কিছু তার?
মন্ত্রপাঠ, মালাদান—এই কি বিবাহ?
ইহাই বিবাহ হয় যদি,
তবে এস, স্বামী তুমি মোর,
করিব পূজন, হৃদয়শোণিত দিয়ে চরণে তোমার!
কি হইবে প্রেম-ফুলহার,
দেহ প্রভু এনে দেহ অসি,
হৃৎপিণ্ড কাটি দিই ও চরণতলে,
লহ লহ প্রাণ।

রাজা। কি করেছি দোষ?
কেন হেন নিদারুণ বাণী?

শ্রুতি। প্রভু আমি যোগ্যা নহি তোমার প্রেমের,
ছেড়ে দাও, ক্ষমা কর মোরে,
কি দিব কিছুই নাই, আমি অভাগিনী;
এ হৃদয় প্রাণ মন সকলি পরের,
বহুদিন হতে রাঠোর যুবারে
করিয়াছি মনে মনে পতিত্বে বরণ,
এখন কি করে করিব অপরে পূজা।

রাজা। হায়! বারি-আশে পিপাসিত আকুল চাতক

ঊর্দ্ধমুখে যায় ছুটে জলদের প্যানে,
নির্দ্দয় নীরদ খুলিয়া হৃদয়
উপহার দেয় তারে অশনি অনল !

(কর পরিত্যাগ।)

(নেপথ্যে গীত।)

অবোধ বুঝে না সে ত
দিতে আসে ভালবাসা !
বোঝার উপরে বোঝা
সে যে গো জীবননাশা !
একে ভারে ভরা তরী ;
আরও ভারে ডুবে মরি,
এই কি রে সহচরি !
তাহার মনের আশা ?

রাজা। বুঝিয়াছি, যথেষ্ট হয়েছে ?
নাহি দোষ তোমার রমণী,
ভাঙ্গিয়াছে মোহনিদ্রা, ছুটেছে কুহক,
মূর্খ আমি, রূপমোহে উন্মত্ত হইয়ে,
গিয়েছিনু বাহুবলে লভিবারে
নারীর প্রণয়। ধিক্ প্রেমতৃষা !
ধিক্ রমণীর মুখে !

ধিক্ ধিক্ পুরুষের উদ্দাম হৃদয়ে!
একের অভাব পূরাইতে চায় আনি অন্যেরে টানিয়া!
শত ধিক্ পুরুষের প্রেমে!
শিখুক জগৎ গর্ব্ব ছাড়ি প্রেমকাব্য
জ্ঞানহীনা ক্ষুদ্রহৃদি অবলার কাছে!
থাক তুমি নির্ভয়েতে, চলিলাম আমি।

(প্রস্থান।)

শ্রুতি।

গীত।

যে যাহারে চায় যদি সে তারে না পায়,
মনোমত নিধি তবে কেন রে ধরায়?
যদি পুরিবে না আশা,
তবে কেন ভালবাসা,
নিরাশা-সাগরে ভাসা আজীবনি হায়! হায়!

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর রাজপ্রাসাদ ; রাণা কুম্ভ ও মাধবাচার্য্য।

মাধব। কেন সখা অসময়ে ডেকেছ কি হেতু,
রাজকার্য্য ছাড়ি কেন একা এ নির্জ্জন
চিন্তার আগারে, উচ্ছৃঙ্খল কেশপাশ,
বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ, উদাস হৃদয় ?

রাণা। ব'স সখে! প্রয়োজন আছে।
করিতেছি মনে,
সমর্পিয়া রাজ্যভার মন্ত্রীর করেতে,
যাব কিছু দিন তরে তীর্থপর্য্যটনে,
কিবা করিব বিশ্রাম একা,
শান্তিময় নিরজন আবুর শিখরে।

মাধব। (স্বগতঃ) আবার কি হল ? ধরিয়াছে আবু রোগে!
(প্রকাশ্যে) বাঁচিলাম শুনে ;
নহে কোন রাজ্যের উৎপাত ?
কিন্তু কেন রাজ্য হেন ভারবোধ হইল আবার ?
মিলেছে ত মনোমত অর্দ্ধাঙ্গরূপিনী ?

রাণা। হাঁ বিভবের জালে যদি ধরা দিত প্রেম,
ধনুর্ব্বাণে বিদ্ধ যদি হইত পরাণ,
তা হলে প্রণয়ে পূর্ণিত হ'ত রাজার ভাণ্ডার!

মাধব। এ বিশ্বাস চির তোমাদের।

রাণা। টুটেছে বিশ্বাস, এবে ছুটেছে কুহক,
রমণীর প্রেমতৃষা গিয়াছে ঘুচিয়া!

মাধব। কে ঘুচালে নব রাজ্ঞী না কি?

রাণা। কাজ নাই সে কথায় আর।
হায় মীরা!

মাধব। ওকি হ'ল? শাখা হতে শাখান্তরে বুঝি,
এত যে কি আছে ছাই নারীর প্রণয়ে,
ঔদরিক মোরা কিছু বুঝিতে পারিনে।

রাণা। কাজ নাই বুঝে,
আছ সুখে আমা হ'তে তার ভুল নেই।
রাজা হ'য়ে তবু দীন দরিদ্র ভিখারী
পরের প্রাণের পানে চেয়ে ব'সে থাকা,
ফোটে কি না ফোটে হাসি, দেখিতে, অধরে।

মাধব। না থাকিলে কাজ, ওই সবই হ'য়ে থাকে,
কেন আমরা কি হাসিতে জানিনে?
আমি বলি গলা টিপে মেরে ফেল প্রেমে,

ও শুধু ফাঁকা নিশ্বাসের বোঝা; আর কিছু নয়।

রাণা। হায় মীরা! তুমি গিয়েছ যে প্রেমতরুতলে,
সেই প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বুঝি নাই আমি;
গিয়াছিনু তোমারে বুঝাতে কূটতর্কজালে;
চেয়েছিনু শৃঙ্খলিতে গৃহ-কারাগারে।
তুমি জগতের প্রেমধারা করিতেছ পান,
বিস্তৃত সিন্ধুর সম হৃদয় লইয়ে,
কোথা আছ? দেখা দেহ, এস একবার!
এই তব অভাগা স্বামীরে
লয়ে যাও সেই শান্তিছায়ে,
বিরহ মরুতে প'ড়ে
তৃষাদগ্ধ প্রাণে গিয়েছিনু অন্ধ হ'য়ে
মরীচিকা লাভে, ভ্রান্তিমদে ভুলে,
তব সমুজ্জল মূর্ত্তি ঢাকিয়া ফেলিতে
আনিয়াছি সযতনে, মেঘখণ্ড হৃদয়-আকাশে।
কোথা আছ! এস কাছে করুণারূপিণি!
পিয়ায়ে সে প্রেমামৃত করহ সজীব,
এনে দাও নব বল মুমূর্ষুর প্রাণে,
ঘুচে যাক্ আত্মপর, শ্বেত-কৃষ্ণ, ভূপতি-ভিখারী,
ঘুচে যাক্ ভিন্ন জ্ঞান,

খুলে যাক্ আঁখি,
তব সুমধুর বিশ্বপ্লাবী প্রেমগীতে ডুবে যাক্ প্রাণ।

মাধব। পলাইয়া গেলে চোর বুদ্ধি বড় বাড়ে।

রাণা। কেন সখা মৃতদেহে অস্ত্রাঘাত আর?
ডেকে আন মন্ত্রীবরে;
অসহ্য এ রাজ্যভার,
দুর্ব্বহ জীবন!

মাধবাচার্য্য। চলিলাম তবে।

(প্রস্থান।)

রাণা।

ভুলে যাহা করে লোকে,
কেন চির নাহি থাকে,
বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া।
জ্ঞানের আলোক রেখা,
কেন এসে দেয় দেখা,
অনুতাপ দেয় জাগাইয়া!

(মাধবাচার্য্য ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ! কি আদেশ অনুগত দাসে,
কেন দেখিতেছি রাজকান্তি হেন বিমলিন?

রাণা। চঞ্চল হয়েছে মন, শান্তিহীন হৃদি ;
ভাল নাহি লাগে সদা সংক্ষুব্ধ অর্ণব সম,
সতত জাগ্রত এই জনকোলাহল।
তাই করিয়াছি মনে
কিছুদিন করিব বিশ্রাম
নিরজন মনোরম গিরিদুর্গবাসে ;
লহ তুমি রাজ্যভার।

মন্ত্রী। প্রভু! ধরণী ধরিতে পারে হেলায় অনন্ত,
ক্ষুদ্র মহীলতা যোগ্য তাহে নহে কভু,
সিংহভার শশকেতে পারে না বহিতে।

রাণা। বৃথা শঙ্কা, শান্তিপূর্ণ রাজ্য ;
থেমে গেছে বিগ্রহ-ঝটিকা,
তবে দিও না গমনে বাধা আশঙ্কিত চিতে,
অসাধ্য যা হবে তব,
করিব সমাধা আমি থেকে সেইখানে ;
কর ত্বরা গমনের আয়োজন।

মন্ত্রী। যে আদেশ প্রভু।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

সুন্দর দুর্গ, সন্ন্যাসীবেশে রত্নসিংহ।

রত্নসিংহ। দিবসের পরে যাইছে দিবস, মাসের পরেতে মাস ;
বৎসরের পরে কাটিল বৎসর, তবু ত গেল না আশ !
নয়নের জল শুকাল নয়নে, পড়ে না দীরঘ শ্বাস,
মরম নিভৃতে এখন তবুও জাগিয়া রয়েছে আশ,
নীরব নিথর রজনীর বুকে জোছনা ঘুমাল হাসি,
ফুটিল ঝরিল উদিল নিভিল তারকা কুসুম রাশি,
হায় ! কেবলি কেবলি এ ভাঙ্গা হৃদয়ে
যাতনার গুরুভার,
না নড়ে, না সরে, না ফোটে,
না ঝরে, শোষিছে শোণিতধার।

হায় ! আছে সে কেমন ভাবে, আর কি মনেতে ভাবে ?
হইয়াছে রাজরাজেশ্বরী।
নৃত্য গীত প্রমোদেতে আছে মগ্ন দিবারাতে,
ভুলেছে কি এ প্রেম-ভিখারী।

জানে কি সে অভাগার হয়েছে জীবন সার,
করিতার প্রেম আরাধন।

(কুসুমেরুর দীপ লক্ষ্য করিয়া।)

আহা ঐ যে নিশীথদীপ,
নিশার ললাটে টীপ !
ও কি তার প্রেমনিদর্শন,
নিষ্ঠুর প্রাসাদ ওরে !
ওইখানে বদ্ধ ক'রে,
রাখিয়াছ আমার জীবন।
আর কিছু নাহি চাই,
একবার দেখা পাই
সেই তার পঙ্কজ-আনন।

(ভীলবালিকা সোহিয়ার প্রবেশ।)

ভীলবালা। আহা ! এমন ক'রেগো আর,
কত রবে অনাহার,
শুষ্ক দেহ, শুকাল জীবন।
এনেছি গো বনফল,
এনেছি নির্ঝরজল,
লহ কিছু করহ গ্রহণ।
হাসি খেলি থাকি বনে,

তোমারে পড়িলে মনে,
আসি ছুটে থাকিতে না পারি।
কাছে এলে মুখ তুলে,
ডাক যদি "সোহি" ব'লে
তবে আর কেঁদে নাহি ফিরি।
কও না একটি কথা,
বল না কি মনোব্যথা,
কার নাম কর বার বার।
বটে আমি ভীলবালা,—
—বুঝি গো প্রাণের জ্বালা,—
খুঁজি তারে কানন কান্তার!

রত্ন।

করুণা প্রতিমা নারী, মরুভূমে হিমবারি
এস কাছে আবাহন বিনা।
নির্ব্বাণ প্রদীপে আর, তৈলসেকে বার বার,
কি হইবে অয়ি জ্ঞানহীনা।
কি শুনিবি ভীলবালা, জ্বালার উপরে জ্বালা,
কেন আর দিস্ বাড়াইয়া?
শূন্য করি হৃদিখানি, হরেছে জীবনমণি,
নিয়ে গেছে বলেতে কাড়িয়া।

ওই গো মন্দির তার, প্রাণময়ী প্রতিমার,
না না—এই হৃদয়-নিলয়ে।
করি ধ্যানে নিরীক্ষণ, সেই পূত চন্দ্রানন,
দিবানিশি জাগিছে হৃদয়ে।
অবিরল জলপাতে, নিদ্রা নাই আঁখিপাতে,
স্বপনেও ঘটে না মিলন।
কল্পনায় ধ্যান করি, রহিয়াছি প্রাণ ধরি,
নিরখিয়ে সেই চন্দ্রানন।
শূন্যে গঠি প্রাণেশ্বরী, শূন্যে আলাপন করি,
ভাবি যেন রয়েছেন পাশে।
আলিঙ্গিতে কণ্ঠ তার, করি বাহু সুবিস্তার,
মাঝখানে শূন্য উপহাসে।
কঠিন হর্ম্ম্যের বুকে, হৃদি চাপি মগ্ন সুখে,
ভাবি যেন হৃদিখানি তার।
নিষ্ঠুর চেতনা আসি, হ'রে লয় সুখরাশি,
দীর্ঘশ্বাস করে হাহাকার!
হায়! এই বাসনার রাশি, হইয়া জোছনা হাসি,
পড়ে যদি দেহেতে তাহার।
যেথা সে সঙ্গিনী সাথে, শুভ্র পূর্ণিমার রাতে,
গাহিছে সুখের গীত তার।

প্রাণ এত যারে চায়, সে কি ভুলিয়াছে হায়!
ব্যথা পাই ভাবিবারে প্রাণে।
যদি তার দেখা পাস্— একবার ব'লে যাস্,—
ভুলেছে কি রাখিয়াছে মনে!

সোহিয়া। কেমন মূরতি তার, বল মোরে একবার,
খুঁজিব করিয়া প্রাণপাত।
দিব তারে মিলাইয়া, জুড়াইবে দগ্ধ হিয়া,
সাক্ষী র'ল পূর্ণিমার রাত।

রত্ন। এলায়িত কেশভার, মধ্যে দেহখানি তার,
জোছনা-লাবণ্য পরকাশে।
উজ্জ্বল নয়ন দুটি, আধ মোদা আধ ফুটি,
প্রেমের মূরতি তাহে ভাসে।
রক্তিম অধর দুটি, মাঝে ঢাকা মুক্তা ক'টি,
রাখিয়াছে করিয়া গোপন।
সন্ধান পাইলে পাছে, দস্যু ফিরে পাছে পাছে,
টেপা হাসি তাই সর্ব্বক্ষণ!
চিত্তে আঁকি হৃদেশ্বরী, চিত্ত বিনোদন করি,
কত বার ভাবি মনে মন।
দুরু দুরু করে হিয়া, অশ্রু আসে উথলিয়া,
ঘোর শত্রু বিদ্রোহী নয়ন।

সোহিয়া।

গীত।

আমার ভালবাসা নিয়ে কে আছিস রে বাসা বেঁধে ?
আমায় ভালবেসে আমি কত আর বেড়াব কেঁদে।
দিক দশ ধুধু করে,
ধূলা উড়ে ঘুরে ঘুরে,
নাহি একটি তরু-ছায়া পড়ে আছি মরুহৃদে।
কে আছিস রে বাসা বেঁধে।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

(কুম্ভমেরু ; নির্জ্জন কক্ষে শ্রুতি আসীনা।)

(সন্নিহিত কাননে ভীলবালিকার গীত।)

সোহিয়া। কি করিলে হায় মন এ কারে ভাল বাসিলে,
যে তোমারে বাসে ভাল, তারে না জীবন দিলে।
হ'য়ে অন্ধ—অনুরাগী, ভুলিলে সে অনুরাগী,
মরিল সে প্রেমযোগী, তোমারি বিরহানলে।

শ্রুতি। ঝিম ঝিম করিতেছে তমিস্রা রজনী,
মগন জগৎ ঘোর সুষুপ্তি সাগরে,
কদাচিৎ বাদুড়ের পক্ষশাট ধ্বনি,
উঠিয়া মিলায় পুনঃ কানন মাঝারে,
প্রতিনিশি ওই গীত কে গায় আসিয়া ?
যেন তার হৃদিখানি কাঁদিয়া বেড়ায়,
হায় ! কঠিন রমণী হৃদি না যায় ফাটিয়া,
কে জানে কেমন ভাবে আছে সে কোথায় ?
হয় ত বা ভাবে মনে ভুলিয়াছি তারে,
ভোগসুখে আছি মগ্ন রাজার আগারে,
নহে নহে প্রিয়তম ! ভেবোনাক মনে,
জীবনে মরণে নারী ভুলিতে না জানে।

গীত।

হায় এ হৃদয়জ্বালা কত আর সহিব,
এ দগ্ধ পরাণভার কত আর বহিব,
আকুল ব্যাকুল হৃদি আর যে গো সহে না,
কেমন কঠিন হৃদি ফাটে ফাটে ফাটে না,
কত ব্যথা হয় সদা উদিত যে মরমে,
সজল সুনীল আঁখি ভুলিব কি জনমে ?
প্রেমের সমুদ্র হৃদি সুমধুর মু'খানি,

যাতনা যে দিবে এত স্বপনেও না জানি,
তা হ'লে তা হ'লে সখা রহিতাম একা গো,
জ্বলিত না প্রাণে ঘোর এ ভীষণ শিখা গো।

(নেপথ্যে ভীলবালিকা।)

সোহিয়া। "কি করিলে হায় মন এ-কারে ভাল বাসিলে ?"

শ্রুতি। যাই দেখি, কে গাহিছে ওই গান ;
যেন কেহ গাহিতেছে উপবন মাঝে।

(প্রস্থান ও কিয়ৎক্ষণ পরে সোহিয়ার সহিত প্রবেশ।)

শ্রুতি। এ গান কোথায় পেলে তুমি ভীলবালা ?

সোহিয়া। গেয়ে যায় কত লোক শিখেছি শুনিয়া।

শ্রুতি। যে গান গাহিতেছিলে—গাও দেখি শুনি,

সোহিয়া। কি হবে তোমার কাছে গেয়ে ?
যদি পার লয়ে যেতে রাণীর কাছেতে,
তবে গাই সেইখানে, ভিক্ষা মিলে কিছু।

শ্রুতি। ভাল দেওয়া যাবে ভিক্ষা, গাও তুমি আগে,
আমিই মহিষী।

সোহিয়া। করিতেছ প্রতারণা, ভীলবালা পেয়ে ?
রাণী তুমি ? শুনি তবে কি নাম তোমার !

শ্রুতি। নাম শুনে কি করে বুঝিবে,
মোর নাম নহে পরিচিত,

রাজ্য চলে ভূপতির নামে।
কি দেখিছ একদৃষ্টে কি আছে মুখেতে
লেখা, পড়িতে পারিলে?

সোহিয়া। কিছু; কিছু!

শ্রুতি। গাহিবে না।

সোহিয়া। গাই।

গীত।

দূর দূরান্তরে থেকে তবু হৃদি মাঝে বাসা,
আঁখিরে ভাসায়ে জলে মনে মনে ভালবাসা,
তারে এমন নীরব প্রেম নীরবে শিখালে কেবা,
আশার অতীত সে যে কেঁদে কাটে নিশি দিবা।

শ্রুতি। আর কিছু জান?

সোহিয়া। জানি ঢের।

শ্রুতি। গাও তবে।

সোহিয়া।

গীত।

এত প্রেম নহে সজনি,
এরে কি কহে, তা না জানি;
তুঁষের অনল একি, স্তরে স্তরে দহে দেখি,
মিলনে বিরহে জ্বলে, জ্বলে দিবা রজনী।

দহিবে অনন্ত কাল, সজনি রে তা জানি।
সদা হৃদে জাগে স্মৃতি, ফুরাবে না দুখগীতি,
হায়! কে হবে ব্যথার ব্যথী, যে হবে, সে যে পাষাণী!

শ্রুতি। কে শিখালে এই গান?

সোহিয়া। কি হবে শুনিয়া?

শ্রুতি। আছে প্রয়োজন মোর।

সোহিয়া। শিখিয়াছি যার কাছে,
আসিয়াছি তারই জন্যে হেথা,
চপলতা মাপ কর দেবি!
শিখেছি যাহার কাছে এই গান,
অভাগ্য যুবারে সেই কখন কি দেখেছিলে তুমি?
বলেছে সে বলিতে তোমারে,
"ভুলেছে সংসার যারে রাজ্যধন সবছেড়ে,
হয়েছে যে গিরিদুর্গবাসী।
মগ্ন যে তোমার ধ্যানে, তারে কি রেখেছ মনে,
ইহা শুধু শুনিতে প্রয়াসী।"
আছে কিছু বলিবার তারে?

শ্রুতি। আছে; বলিও তাহারে,—
আমি এবে চিতোরের রাণী, রাজার মহিষী;
পারি না তাঁহার উজ্জল মুকুটে

লেপন করিয়া দিতে কলঙ্কের কালি।
বোলো তাঁরে,
স্বার্থ অনুরোধে
নাহি ইচ্ছা লঙ্ঘিবারে
লোকাচার, সমাজবন্ধন ;
এ জনমে আর
দেখা মোর হবে না তাঁহার সনে,
বৃথা আশা ; যেতে বোলো গৃহে ফিরে ;—
ভুলে যেতে পরের নারীরে !
ভুলিতে তাঁহারে করিতেছি চেষ্টা আমি।

সোহিয়া। যাই তবে, হইনু বিদায়।

শ্রুতি। ল'য়ে যাও ভিক্ষা তব।

সোহিয়া। আর কিছু নাহি প্রয়োজন।

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)

সোহিয়া।

গীত।

কঠোর হৃদয় যার সে কেন পীরিতি করে,
প্রেম ত নহে ছেলেখেলা, জীবন মরণ ওরে!
যে জন প্রেমেরই লাগি, হইয়াছে সর্ব্বত্যাগী
অনাহারী মত্ত যোগী তোমারই তরে,

যে কুসুম-হৃদি হ'তে বহে রক্ত খরস্রোতে
পাষাণী পাষাণ প্রাণে হেরিলি তা অকাতরে !

শ্রুতি। আজি হ'তে আঁখি আর, ফেলিবে না অশ্রুধার,
পড়িবে না একটিও প্রদীপ্ত নিশ্বাস।
বিধির মানস পূর্ণ এইরূপে যদি হ'ল,
যাক্ ভস্ম হয়ে যাক্ প্রেমের নিবাস !
নিষ্ঠুরতা, কঠিনতা, বিবেক, বিস্মৃতি কোথা,
এস হেথা চিরাতিথ্য কর চিরদিন।
একেবারে মরুময়, করে দাও এ হৃদয়,
বাসনা কামনাহীন নীরস কঠিন।
দগ্ধ বিটপের মত, শূন্যে শাখা প্রসারিয়া,
র'ক্ প্রাণ শূন্য আলিঙ্গিয়া।
ধরণীর সুখ দুখ, লুটাক্ ধরণীতলে,
পদতলে কাঁদুক পড়িয়া !

(প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

(সুন্দর দুর্গ ; রত্নসিংহ।)

রত্নসিংহ।　কল্পনে আমায় আজিকে সজনি !
লইয়া সেথায় চল,
মেঘের আঁধার ছেয়েছে গগন,
সই ! ছেয়েছে মরমতল ;
দুরাশার মত বিজলি চমকে,
পলকে মিলায় কায়,
জলভরা মেঘ মধুর গরজে,
সে মোরে ডাকিছে হায় !
ফুটিয়া উঠেছে প্রাসাদ কুটীর,
গাছ পালা উপবন।
হৃদয়ের মাঝে উঠেছে ফুটিয়া,
তাহার মধুরানন।
জলদ-সাগরে ভাসে বকাবলী,
অমনি ভাসিয়া যাই।

চাতকের মত আছি ত চাহিয়া,
কেন না উড়িতে পাই ?
একা এ আঁধারে—বিরহ-পাথারে
ভাসিতে পারিনে আর।
নিয়ে যা আমায় নিয়ে যা সজনি !
সে ডাকিছে বার বার।

(একদৃষ্টে কুসুমের নিরীক্ষণ)

নিশ্চয় যাইব আজি, গিরিদুর্গ বনরাজি
পারিবে না কেহ দিতে বাধা।

(উন্মত্তভাবে প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

(চিতোর রাজপথ ; কতিপয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক।)

১ম পু। বলি রাজবাড়ীর শুনেছ সম্বাদ ?

২য় পু। শুনিছি বইকি কিছু কিছু,
ভাল করে বল দেখি শুনি।

৩য় পু। সেই যে রাজার উদ্যানে,
এক বেটা চোর যোগী পড়েছিল ধরা!

২য় পু। হাঁ হাঁ কি হয়েছে তার?
শুনেছি ত রয়েছে হাজতে।

১ম পু। পেয়েছে খালাস।

২য় পু। সে কি! সে কি। দিলে কে গা?

১ম পু। কে আবার? নিজে মহারাজ!

২য় পু। তিনি ত সেই আবু পর্ব্বতেতে?

১ম পু। হাঁ সেইখানেই হয়েছে বিচার,
বলেছেন ছেড়ে দিতে।

১ম স্ত্রী। হাঁ গা, তা রাজা ছেড়ে দিলেন কেন?

২য় স্ত্রী। এটা বুঝ্‌লিনে, সন্ন্যাসী ব'লে।

১ম স্ত্রী। ওমা কি হবে গো সন্ন্যাসী চোর?

২য় স্ত্রী। ভণ্ডামিই ত নষ্টামির গোড়া!

১ম স্ত্রী। তা, অত বড় দুর্গ ডিঙ্গিয়ে যাবেন তিনি
রাজার অন্দরে, আস্বাও ত মন্দ নয়।

১ম পু। গাঁজার ঝোঁকেতে উঠিতেছিল আসমানে;
অন্ধের অধিক!

২য় পু। আচ্ছা ভাই! ছেড়ে দেওয়া কাজটা কি বড় ভাল হ'ল?
দুষ্টলোকে সাজা না পেলে ত মাথায় বস্‌বে উঠে।

২য় স্ত্রী। তাই ত! আছে কিছু অবিশ্যি ভিতরে!

পুরুষগণ। থাক্, থাক্, চল্ চল্. কাজ নাই আর,

১ম পু। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের

নেই আবশ্যক।

(পুরুষগণের প্রস্থান।)

১ম স্ত্রী। হাঁ ভাই! তা রাজা কেন

এত দিন আছেন সেখানে?

ভিতরে বা আছে কিছু।

২য় স্ত্রী। তোর এক কথা, তা কি

রাজা রাজড়ায় একঠাঁই থাকবেক্ ব'সে?

দেখিস্ নি? ভুলে গেলি না কি,

বড় রাণী চলে গেলে পরে,

কত দিন রাজ্য ছেড়ে গেছলেন চ'লে।

এও হয় ত গিয়েছেন মায়ের শোকেতে,

বুড়োরাণী গিয়েছেন তীর্থবাসে কি না?

১ম স্ত্রী। হাঁ তা হ'তে পারে,

তা নাতী বুঝি সঙ্গে গেছে আয়ীকে রাখ্‌তে!

২য় স্ত্রী। তা কে জানে কোথা গেছে?

চল্ চল্ বেলা হ'ল, ঘরে ঢের কাজ প'ড়ে আছে।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

সপ্তম দৃশ্য।

(মথুরা ; যমুনাতটে ধ্যানে মগ্ন মীরা।)

কিছুক্ষণ পরে উত্থান করিয়া।

মীরা। হায়! কেন আজ প্রাণ এত হতেছে আকুল,
নাহি পারিতেছি করিবারে মনঃস্থির।
বার বার যাইতেছে ভাঙ্গিয়া ধেয়ান,
দুরু দুরু ক'রে হিয়া উঠিছে কাঁপিয়া।
এমন ত হয় নি কখন,
কোথা হতে যেন এক অন্ধকারছায়া,
আসিতেছে গ্রাস করিবারে মোরে।
সন্ন্যাসিনী আমি ;
হেন অশান্তির ভাব আসে কোথা হ'তে ?
মায়া মোহ সুখ দুঃখ দেছি ভাসাইয়া,
বহুদিন ছেড়েছি সংসার,
এমন ত হয় নি কখন,
আজ কেন পড়িতেছে মনে—
সেই ঘর দ্বার লতাকুঞ্জ সহাস্য আনন ;

কেন হইতেছে মনে দেখে আসি,
চেয়ে আসি কাতরে মার্জ্জনা।
প্রাণ কেন থেকে থেকে উঠিতেছে কেঁদে;
আসিছে নয়নে জল কি হেতু না জানি ;
যাই, কিছুক্ষণ পথে পথে করিগে ভ্রমণ,
মুছে যাবে এই ছায়া, ক্ষণ-বিড়ম্বনা।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

অষ্টম দৃশ্য।

(আবু-পর্ব্বতশিখরস্থ প্রাসাদের এক কক্ষ।)

উদয়সিংহ আসীন।

ভেবেছিনু প্রণয়েতে হস্তগত করি বিমাতারে,
তারি হাতে ক'রে নেব কণ্টক উদ্ধার ;
পারে না সে দেখিবারে বৃদ্ধ মহারাজে,
এক লোষ্ট্রে দুটি পক্ষী হইবে শিকার !
—রমণীর প্রেম আর রত্নসিংহাসন।

কিন্তু, প্রত্যাখ্যাত প্রেমলিপি মোর,
অসহ্য যেমন বৃদ্ধ পিতার জীবন,
তা'র চেয়ে অসহ্য নারীর অহঙ্কার !
ধর্ম্মমদে প্রেমমদে গর্ব্বিতা রমণী,
দেখিব কেমনে
অটুট রাখিবে এবে চরিত্রগৌরব !
হবে যবে বাদশার রিপুসেবাদাসী,
তখন বুঝিবে,
পাপিষ্ঠ উদা যোগ্য কি না তার।
দেখায়েছি যে প্রলোভন বাদশাহে,
গাঁথিয়াছি মীন জালে, কোথা যায় আর ?
করেছে অনুজ্ঞা, যে কৌশলে পারি,
সরাইয়া বৃদ্ধরাজে নিতে মোরে রাজসিংহাসন।
আমি দিব উপহার রূপসী রাজ্ঞীরে।
যদি পড়ি ধরা, কিই বা আশঙ্কা তাহে ?
রাজ্যেশ্বর আমি, প্রজাগণ হইবে বিদ্রোহী ?
দিবে শাস্তি দিল্লীশ্বর সসৈন্যে সাজিয়া ;
তবে আর ভয় কারে ?
সিংহাসনে বসে বসে অমাত্য-রাজন্
করিবেন রাজ্যভোগ ভূপতির নামে,

আমি যেন ভৃত্য আজ্ঞাবহ !
শান্তিভোগে এত সাধ যদি,
রয়েছি ত বর্ত্তমান আমি ;—
কেন মোরে নাহি দেন রাজ্যভার ?
কোন দোষে মোর প্রতি এত অবিশ্বাস ?
অবিশ্বাস যদি,
তবে অবশ্যই অধিকার লইতে আপন
কেন না করিব আমি কণ্টকমোচন ?

(বেগে প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

নবম দৃশ্য।

(আবু-পর্ব্বতে শিখরস্থ শয়নকক্ষে রাণা কুম্ভ নিদ্রিত।)

ছুরিকা হস্তে ছদ্মবেশী উদয়সিংহের প্রবেশ।

উদয়
কি গভীর নিশি, করাল রজনী !
ঘন ঘোর কাল মেঘে আচ্ছন্ন গগন।
থেকে থেকে ঘন ঘন খেলিছে বিজলী,

কালফণী করে যেন জিহ্বা সঞ্চালন !
(আজি জন্মদিন, মৃত্যুদিনও আজি !)
এই ঘোর অন্ধকার পাপের প্রসূতি ?
এই ঘন ঘন বজ্রধ্বনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
করিতেছে যেন মোরে সত্বর আদেশ।
এ কি দুরু দুরু কেন করিছে হৃদয় ?
দূর হও বৃথা ভয়, স্নেহের শাসন,
কেন মনে পড়িতেছে শৈশবদিবস,—
ধরিয়া পিতার কণ্ঠ নিশ্চিন্তে শয়ন !
কিন্তু বহু দূর আসিয়াছি, আর ত না হয়।
দূর হও বৃথা মায়া পাপ বিভীষিকা,
পড়ে যাক যবনিকা, বিস্মৃতির পট,
এখন ফিরিতে গেলে বহুল সঙ্কট।

(নিকটে গিয়া) বোধ হয় এতক্ষণে অবশ্যই হয়েছে নিদ্রিত,
স্তিমিত কক্ষের দীপ, প্রাণদীপও তাই !

রাণা জাগরিত হইয়া স্বগত।

এ কি ! আমি স্বপ্ন দেখিতেছি ?
কিছুই ত পারিনে বুঝিতে !

(প্রকাশ্যে) কে তুই তস্কর্ এসেছিস হরিবারে রাজার জীবন ?
কণ্ঠস্বরে বোধ হ'ল উদার মতন।

(নিরীক্ষণ করিয়া।)

হায়! অনুমানে সত্যই আমার।
কারে বলি এ রহস্যকথা!
কিম্বা মম সম অভাগার পুত্রহস্তে অপমৃত্যু—
বিধাতার ঠিকই নির্ব্বাচন!
সত্যই কি তুই উদা?
তুই এসেছিস গুপ্ত ভাবে
বধিবারে আমার জীবন!
খুলে ফেল ছদ্মবেশ, কোন প্রয়োজন?
স্নেহহীন গেহহীন জীবন আমার
রহিয়াছে একদৃষ্টে মৃত্যু প্রতীক্ষায়,
যন্ত্রণার হোক অবশেষ!
মার বৎস মার বক্ষ দিয়াছি পাতিয়া।

উদা। (স্বগত) বৃথা মায়া দেখাইয়া নারিবে ফিরাতে,
আসিয়াছি বহুদূর, আর নাহি হয়।
কর্ত্তব্যবিমুখ যেই অলস দীর্ঘায়ু,
তাহার জীবন শুধু বিড়ম্বনাময়?

(নেপথ্যে কর্ণ দিয়া)

উঠিছে না পুরবাসী, আসিছে না এই দিকে?
তবে আর নয়; বৃথা মায়া হও অন্তর্হিত।

হও হস্ত বিশ্বাসী আমার।
যাক্ খুলে নরকের দ্বার,
মন্ত্রীর রাজত্বভোগ আর নাহি সয়!

(উন্মত্তভাবে আঘাত করিয়া প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

দশম দৃশ্য।

(চিতোর রাজোদ্যানস্থ নির্জ্জন-কক্ষে শ্রুতি।)

শ্রুতি। কার পাপে, কোন দোষে মহারাজ হ'লেন নিহত?
আমারি করম দোষে, নিশ্চিত আমারি!
আমি অভাগিনী, করেছিনু প্রত্যাখ্যান,
তাই তিনি বিষম বিরাগে,
ঘৃণা ভরে, ঘোর অভিমানে
একাকী ছিলেন পড়ি নিভৃতনিবাসে।
তা না হ'লে কি সাধ্য চোরের
গুপ্তাঘাতে করে রাজজীবনহরণ।

হায়! এই কালভুজঙ্গিনী কেনই বা এনেছিলে গৃহে,
কেন নাহি দিলে তাড়াইয়া ?
কেন নাহি বিদারিলে হৃদি, তীক্ষ্ণ অসিধারে তব ?
উঃ! কি পাষণ্ড উদা পাপাত্মা দুর্ম্মতি!
না, না, আমিই ত মূল ?
রাজঘাতী, স্বামীঘাতী এই পাপীয়সী!
আমারি পাপের ভরা হয়েছে পূরণ ;
কিন্তু আর নহে,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব বিধান ;
গত-অনুশোচনারও নাহি অবসর,
এখনি আসিবে উদা নীচাত্মা দুর্ম্মতি
করিবারে অবলার সতীত্বহরণ।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

একাদশ দৃশ্য।

(কুসুমেরুর সন্নিহিত কাননে ভীলবালিকা সোহিয়া।)

প্রতিজ্ঞা রয়েছে জেগে চিরাঙ্কিত হৃদে।
বলেছিনু দেখাইব, দিব মিলাইয়া।
রাক্ষসী দিল না দেখা,
কঠিনা পাষাণী!
বলেছিল নিদারুণ বাক্যবাণ যাহা,—
বলিতাম যদি তারে,—তখনি মরিত।
আহা!
রয়েছে কেবল প্রাণ আশায় বাঁচিয়া,
হায়!
রমণীর হৃদয়ের মহামূল্য নিধি,
অযতনে অনাদরে ধূলিতে লুটিয়া!
এত সুগভীর প্রেম অচল অটল
দেখিনে ত পুরুষেতে; দুরলভ সদা।
এত যদি যশঃপ্রিয়া, সমাজের দাসী,
কেন তবে বেঁধেছিল অলীক প্রণয়ে?

রাণী তিনি চিতোরের, ছি ছি হাসি পায় !
রাজ্ঞীর হৃদয় থাকে
তুচ্ছ নিন্দা-যশ-মুখ অপেক্ষিয়া।
মোরা ভীলবালা, ভিখারিণী ;
হৃদয়ের অনুগামী সদা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিনাক, বুঝিনে ছলনা।
শুনিতেছি জনরব, রাজার সঙ্গেতে
যাবে আজি সহমৃতা রাণী,
যাই—দেখি,
যদি অভাগারে পারি দেখাইতে,
জীবনের শেষ-দেখা জন্মের মতন।

গীত।

জীবন হইল শেষ না ফুরাল আশা।
হায় কি দারুণ ওগো প্রেমের পিপাসা !
কোথা খ্যাতি, কোথা মান—হয়েছে স্বপন ;
হৃদয়ের মাঝে জেগে সে চারু আনন।
সকলি হয়েছে শেষ জীবনের সখি,
অন্তিম বাসনা, মুখচন্দ্রমা নিরখি।

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বাদশ দৃশ্য।

(চিতোর রাজোদ্যান সংলগ্ন প্রশস্ত ভূমি।)

রাণাকুম্ভ চিতাবক্ষে শয়ান; নিকটে স্বতন্ত্র চিতা সজ্জিত।
এক দিকে মাধবাচার্য্য ও অনুচরগণ দণ্ডায়মান;
অন্য দিকে সখিদের সহিত শ্রুতির প্রবেশ।

শ্রুতি। দেহ সখি দেহ আজি সাজাইয়া মোরে,—
আন্ তুলে রাশি রাশি ফুল ;—
ফুলহারে বেঁধে দে কবরী,
চিরসাধ পুরালো তোদের,
যাব আজ প্রাণেশের প্রেমনিকেতনে,
আজ হবে ফুলশয্যা মোর !

(সখীরা সরোদনে পুষ্পসজ্জা করিতে করিতে)

সখীগণ। কি দোষ করেছি সখি ! কেন ফেলে যাবে ?
সুখে দুখে তোমা বিনা জানি না যে মোরা ;
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমাহারা হ'য়ে ?
হায় ! কোথা যাও ;

কার কাছে রেখে যাও আমাদের।

শ্রুতি। কেঁদ না কেঁদ না সখি, যাও গৃহে ফিরে,
প্রধূমিত চিতানল ডাকিতেছে ধীরে;
কি না জান? জান ত সকলি।
হায়! হৃদয়ের সুশ্যামল তরুকুঞ্জ মোর
প্রেমের পাবকে দগ্ধ হ'য়ে,
বহুদিন হয়েছে শ্মশান।
আজি এই চিত্তানলে চিতানল করিব নির্ব্বাণ;
শীঘ্র শীঘ্র কর অনুষ্ঠান—যাও চ'লে করিয়া সমাধা।

(দূরে রত্নসিংহের প্রবেশ।)

শ্রুতি (স্বগত)। একি? এ কে? একি সেই রত্নসিংহ?
মূর্ত্তিমান হতাশ্বাস এ যে!
উঃ! বিদীর্ণ হৃদয়! পারিনে পারিনে আর!
মরণের তটে আর কেন এই দেখা?

(চিতাপ্রদক্ষিণ।)

কি দেখ রাঠোর? ওকি, কেন নিশ্চল নয়ন?
যাও চ'লে যাও গৃহে, মিছা দীর্ঘশ্বাস।
অচ্ছেদ্য অভেদ্য ঘোর পরিণয়পাশ।
চলিলাম, বিদায় সংসার!

(অনলে ঝম্পপ্রদান।)

সহসা মীরার প্রবেশ।

একি ? একি ? কোথা মহারাজ !
কোথা মহারাজ !
হায় !
গিয়েছিনু না ব'লে তোমারে,
দিয়াছিনু হৃদয়ে বেদনা ;
তাই কি নিয়তি,
নিয়ে এল এই দৃশ্য দেখাতে মীরারে,
কোথা নাথ অখিলের পতি !

(অশ্রুমোচন।)

রত্নসিংহের উন্মত্তভাবে চীৎকার করিয়া চিতাভিমুখে গমন।

রত্ন। দাঁড়াও দাঁড়াও জীবনের ধ্রুবতারা,
কোথা যাবে ? আমি যাব সাথে !
পারিবে না পারিবে না কখন এড়াতে !
যেথা যাবে সেথা এই দরিদ্র ভিক্ষুক
অনন্ত কালের তরে যাবে পিছে পিছে ;—
ক'রো ঘৃণা যত পার ক'রো !

মীরা। (বাধা দিয়া) কোথা যাবে, আত্মহত্যা মহাপাপ।

রত্ন। কে তুমি গো সন্ন্যাসিনি,
কাহাকে ফিরাবে ?

সমাগত প্রাণবায়ু দেখ কণ্ঠদেশে।
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণবায়ু,
অতৃপ্তবাসনা
ভাঙিয়া হৃদয় চাহিতেছে যেতে ছুটে।
যাই, যাই আমি!
দেখ দেখ দেবি! পরিণয় হ'তে প্রণয় নহেক হীন,
যাই প্রাণময়ি!

(পতন ও মৃত্যু।)

মীরা। উঃ! কি গভীর প্রেম ;—প্রেমিক-সন্ন্যাসী।
হায়! এত প্রেম স্থাপন করিতে লোকে
পারিত ঈশ্বরে যদি,
ঘুচে যেত হৃদয়ের চির হাহাকার!
বুঝেনাক অপার্থিব প্রেম-আকুলতা—
তাই লোকে মোহমদে ভুলে,
মানব হৃদয়-কূপে খুঁজে মরে
অনন্ত সে প্রেমপারাবার!

মাধবাচার্য্য। হায় সখা! পারি না যে ধরিতে জীবন!
অবশেষে এই ছিল ললাটে তোমার?
অবনীর অধিরাজ হ'য়ে,
একটুকু স্নেহ আশে ভিখারীর মত,

সুদীর্ঘ জীবনপথে
করিয়াছ কাতরে ভ্রমণ ;
শেষে কুপিত ভাগ্যের ফেরে,
স্নেহময় পুত্র হ'ল কৃতান্ত তোমার !
ধিক্ ! ধিক্ ! শত ধিক্ ! তোরে রে সংসার !
ধিক্ রাজ্য ! ধিক্ ঐশ্বর্য্য ! রত্নসিংহাসন !
যাহার প্রলোভে অমৃত হইয়া উঠে ভীষণ গরল !

মীরা।

গীত।

সুশীতল শ্যাম নাম,   গাও রে ভবধাম্
জুড়াইবে তাপিত পরাণ ;
গাও তরু লতা ফুল,   গাও রে বিহগকুল,
গাও, গাও নীরব শ্মশান।

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।